স্কুল মাষ্টার

(একাঙ্ক নাটক)

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা
৫নং উড্‌ ষ্ট্রীট হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত

মূল্য ।৶৹ আনা

১৩৩৪ সাল।

উৎসর্গ পত্র

—:*:—

আমার মেঝদিদি—

পূজনীয়া

৺বিরাজমোহিনী দেবীর

উদ্দেশে

এই নাটকখানি

উৎসর্গ করিলাম।

ক্ষীরোদ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

দীওয়ান রাজীবলোচন গাঙ্গুলী	...	মৃত গোবিন্দচন্দ্র রায়ের এষ্টেটের ম্যানেজার ও তাঁহার কন্যার গার্ডিয়ান।
মিসেস্ এডা টেম্পল্	...	গোবিন্দচন্দ্রের কন্যা উমা-দেবীর গভর্ণেস ও জইণ্ট গার্ডিয়ান।
রাধারাণী	...	গোবিন্দচন্দ্র রায়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর পিসীর দৌহিত্রী।
উমাদেবী	...	ঐ প্রথম পক্ষের কন্যা।
গোবর্দ্ধন ভট্টাচার্য্য	...	গোবিন্দ রায়ের মাতুল।
প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	L. M. S. অম্বালা রয়াল মেডিক্যাল হলের স্বত্বাধিকারী।
বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	...	অম্বালা হিন্দু মহমডান স্কুলের হেড মাষ্টার।
মিঃ এ, কে মুখর্জ্জী	...	অম্বালার নবীন ব্যারিষ্টর।
লালা গ্যাণ্ডামল	...	„ প্রবীন উকীল।
বাবু হরলাল মিশ্র	...	„ „ „
সিদ্ধেশ্বর বোস	...	সি, আই, ডি, ইন্স্পেক্টর
আর্দ্দালি	...	
শোফর	...	

স্থান—অম্বালা ছাউনি

স্কুল মাষ্টার

(একাঙ্ক নাটক)

প্রথম গর্ভাঙ্ক

অম্বালা ছাউনি। বৃহৎ বংলো।

দীওয়ান রাজীব লোচন মুখোপাধ্যায় ও ডাক্তার প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়।

রাজীব। কি রকম দেখচেন ডাক্তার বাবু ?

প্রমথ। সামান্য ম্যালেরিয়া জ্বর, মাস খানকের মধ্যে সেরে উঠবেন।

রাজীব। আপনি রোজ দুবার করে দেখে যাবেন। কারও কথা শুন্‌বেন্ না।

প্রমথ। যে আজ্ঞা।

রাজীব। সকলে ব'ল্লে অম্বালার জল হওয়া খুব ভাল তাই এতদূরে ওদের নিয়ে এসিছি।

প্রমথ। বোধ হয় ওষুধ খাওয়াবার দরকার হবে না। চেঞ্জেই সেরে যাবে।

রাজীব। আমার ত এখানে আর থাক্‌বার যো নেই। যদি অভয় দেন এই মেল ট্রেণে ফিরে যাই।

প্রমথ। এখানে ওঁদের দেখবে কে ?

রাজীব। ওদের একজন মেম গভর্ণেস আছেন। তিনি আবার কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসের তরফ থেকে আমার সঙ্গে ওদের জইণ্ট অভিভাবক। তা ছাড়া ভট্‌চাজ্যি মশাই আছেন।

প্রমথ। তিনি কে ?

রাজীব। তিনি কর্ত্তার মার খুড়তত ভাই। আমি ওঁকে বরাবর এই বাড়ীতেই দেখে আস্‌চি।

প্রমথ। মেম সাহেব কি এখনও গভর্ণেসের কায করেন না সুধুই অভিভাবক ?

রাজীব। তিনি এখনও ওদের দুজনকে ইংরাজী পড়ান আর পীয়ানো শেখান।

প্রমথ। এঁরা দুটি কি সহোদরা ?

রাজীব। উমা, যার অসুখ, সেইটিই কর্ত্তার মেয়ে ; রাধা কর্ত্তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর কি রকম আত্মীয়া। তিনিই ওকে মানুষ করেছিলেন।

প্রমথ। ওঁদের স্বামীরা আসেন নি কেন ?

রাজীব। ওদের এখনও বিয়ে হয়নি। ঐ নিয়ে আমার সঙ্গে মিসেস্ টেম্প্‌লের ঝগড়া চল্‌চে। তিনি বলেন ১৮ বছর বয়েস পূর্ণ না হ'লে উমার বিয়ে হ'তে দেবেন না। ওর বিয়ে হয় নি বলে রাধারও হয় নি।

প্রমথ। আমাদের ডাক্তারী হিসেবে বল্‌তে হবে, বিয়ে না হয়ে ভালই হয়েছে।

রাজীব। ওদের বিয়ে হ'লে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পা'ত্তাম। রোজ নতুন নতুন ফার্মাস্ হয় মেম সাহেবের। আজ হুকুম হয়েচে ওদের সায়েন্স্ পড়াবার মাষ্টার চাই। এখানে মাষ্টার কোথা পাই বলুন দিকি।

প্রমথ। এখানকার হিন্দু মহমেডান্ স্কুলের হেড্‌মাষ্টার হয়ে পশু একজন বাঙ্গালী এসেছেন, তিনি খুব ভাল সায়েন্স জানেন।

রাজীব। বয়েস কত হবে?

প্রমথ। আমারই বইসি। সাতাশ আটাশ।

রাজীব। ঐত মুস্কিল! আমি বলে দেব দেশে গিয়ে যেন সায়েন্স্ পড়ে।

প্রমথ। সেই ভাল।

রাজীব। আমি তা হলে এই ট্রেণে যাই; আর সময় নেই বেশী।

প্রমথ। চলুন আপনাকে ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(মিসেস্ এডা টেম্প্‌ল্, উমাদেবী ও রাধারাণীর প্রবেশ)

এডা। তোমাদের এ স্থানটা কি প্রকার বোধ হচ্চে?

রাধা। আমার মোটেই ভাল লাগ্‌চে না। চার পাঁচ দিন হয়ে গেল, এখনও একখানা গাড়ীর বন্দোবস্ত হ'ল না। তুমি ত বেশ ফুক্‌ফুক্ করে হেঁটে বেড়িয়ে এস। আমাদের নিয়ে যেতে বল্লে বল তোমাদের দেশাচারের বিরুদ্ধ।

এডা। আজ একখানা ল্যাণ্ডো ঠিক করিয়াছি। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় আমাদের বায়ু সেবন করাইয়া আনিবে।

রাধা। ল্যাণ্ডোয় চড়ে কোমরেঁ ব্যথা হবে; এখানে মোটর পাওয়া যায় না?

এডা। না।

রাধা। তবে দেশ থেকে আনাবার ব্যবস্থা কর।

এডা। উমা কি বল?

উমা। ক'দিনই বা থাক্‌বো এখানে। এখানে এসে অবধি আমার জ্বর হয়নি। দিন পনের পরে দেশে ফেরা যাবে।

এডা। তোমার পক্ষে অম্বালার জলবায়ু অনুকূল বোধ হইতেছে।

উমা। অম্বালা আপনার কেমন লাগ্‌চে?

এডা। বড় উত্তম লাগ্‌চে। বাঙ্গলা দেশ অত্যন্ত আর্দ্র, এদেশটা শুষ্ক। এখানে ঘাম অধিক হয় না। আরও দেখ মার্চ্চ মাসে বাঙ্গলায় রৌদ্র কিরূপ প্রখর হয়। এখানে বেশ শীতল বোধ হইতেছে।

রাধা। আমাদের সায়ান্স পড়াবার লোক ঠিক হ'ল?

এডা। রাজীব বাবুকে বলিয়াছি।

রাধা। তুমিই দেখনা একটা লোক।

এডা। কাল পথে এক বাঙ্গালী উকীলের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছি, সায়ান্স শিক্ষকের সন্ধান করিতে।

রাধা। তুমি বড় লক্ষি এডা ; তুমি নইলে কোনও কায হয় না। কাকা চা'ননা যে আমরা লেখাপড়া শিখি।

এডা। উমা! তোমারও কি সায়ান্স্ পড়িবার ইচ্ছা হইয়াছে ?

উমা। রাধার দেখাদেখি একটু একটু হচ্চে।

এডা। তোমার শরীর অসুস্থ ; তোমার ত অধিক পরিশ্রম করা হইবে না। তুমি সুস্থ হইয়া দেশে যাইলে, উত্তম শিক্ষকের সন্ধান করিলে হয় না ?

রাধা। এতটা সময় মিছিমিছি নষ্ট হবে ? যে পড়াবে সেই বুঝিয়ে দিয়ে যাবে, আমরা শুনে যাব বইত নয়।

(আর্দালির প্রবেশ)

আর্দালি। হুজুর এক সাহেব এসেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা কত্তে চান।

[মিসেস্ টেম্প্ল ও আর্দালির প্রস্থান।

রাধা। কে আবার সায়েব এল এ সময় ?

উমা। ওঁর হয়ত পথে কারও সঙ্গে আলাপ হয়েচে।

রাধা। আচ্ছা উমা! ডাক্তার বাবু লোকটি কেমন বল দিকি।

উমা। বেশ লোক। ভিজিট বাড়াবার আগ্রহ নেই।

রাধা। গুণের কথা ত শুন্লাম, রূপ কেমন ?

উমা। তোর পছন্দ হয়ে থাকে, মেম সাহেবকে বলি ?

রাধা। এডা ত আমার অভিভাবক নয়।

উমা। তবে ডাক্তারবাবুকে বলি দিনস্থির কত্তে ?

রাধা। নিমন্ত্রণ খেতে বসে অনেকে চেঁচামেচি করেন, এঁর পাতে সন্দেশ দিয়ে যান, তার মানে কি জানিস ত ?

উমা। মানে আবার কি হবে, তাঁর পাশের লোকটির পাত খালি হয়েচে।

রাধা। তুই কি চিরকালই বোকা থাক্‌বি ? ওর মানে আমার পাতে সন্দেশ দিয়ে যাও।

উমা। এই বার বুঝ্‌লাম্‌ ডাক্তারবাবুর রূপের কথা কেন জিজ্ঞেস কচ্ছিলি।

রাধা। আমাদের দেশে ও রকম চেহারা কারও দেখিচিস ?

উমা। দেখিনি কি ?

রাধা। অমন লম্বা, অমন কোমর সরু, বুক চওড়া, অমন রঙ, অমন নাক, অমন চোখ ?

উমা। আমি ক'জন লোককেই বা দেখিছি ?

রাধা। অর্থাৎ অমনটি আর দেখিসনি।

উমা! তুই দেখিস নি তাই বল্‌ না।

রাধা। বল্‌চি, আমি দেখিনি।

উমা। ডাক্তারবাবু এলে তাঁকে বলি দিন দেখ্‌তে ?

রাধা। তোকে বল্‌তে হবে না, আমিই এডাকে বল্‌চি।

উমা। এই যে বল্লি তিনি তোর অভিভাবক নন্‌।

রাধা। তিনি তোর অভিভাবক যে।

উমা। দুষ্টুমী কচ্চিস ?

রাধা। তুই কি করে বুঝলি, দুষ্টুমী কচ্ছি ?

উমা। দুষ্টুমী না করে থাকিস, মেম সাহেবকে বল্‌গে তিনি তোর বিয়ের ব্যবস্থা করুন।

(মিসেস্ এডা টেম্প্‌লের প্রবেশ)

এডা। তোমরা সায়ান্সের শিক্ষক খুঁজিতেছিলে, একজন উপস্থিত হইয়াছেন। বোধ হয় সেই উকীলবাবু পাঠাইয়াছেন।

রাধা। সেই সায়েব নাকি ?

এডা। হাঁ, ইনি ব্যারিষ্টার। কেম্ব্রিজের বি, এ, সেখানে সায়ান্স পড়িয়াছিলেন।

রাধা। পসার হয় নি বুঝি ? ব্যারিষ্টার হয়ে প্রাইভেট টিউটর হওয়া ত কখনও শুনিনি।

এডা। বলিলেন বেশ পসার হইয়াছে। সায়ান্সে ওঁর বড় ঝোঁক, তোমাদের পড়াইতে ওঁর বিশেষ আনন্দ হইবে।

রাধা। বিনা মাইনেয় নাকি ?

এডা। সেইরূপই ত বলিলেন।

রাধা। ডাক না এখানে, আলাপ করা যা'ক।

উমা। এখানে না। আলাপ কত্তে হয় ওঘরে যা।

রাধা। (জনান্তিকে) ডাক্তারকে তোকে দিইচি ; আমার ত একটা চাই।

উমা। (হাসিয়া) আচ্ছা ডাক্।

এডা। (ঘণ্টাধ্বনি, আৰ্দ্দালির প্রবেশ) সাহেবকে এইখানে লইয়া আইস।

[আৰ্দ্দালির প্রস্থান, মুখার্জীর প্রবেশ।

এডা। মিষ্টর মুখর্জী, শ্রীমতী রাধারাণী।

মুখর্জ্জীর শেকহ্যাণ্ড করিবার জন্য কর প্রসারণ, রাধার মুখ ফিরাইয়া লওয়া।

এডা। মিষ্টর মুখর্জ্জী শ্রীমতী উমাদেবী।

(মুখর্জ্জীর বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকা, উমার নমস্কার করা, মুখর্জ্জীর ব্যস্ত ভাবে প্রতি নমস্কার)

এডা। বসুন মিঃ মুখর্জী।

[সকলের উপবেশন।

রাধা। আপনার কাছে কোন সায়ান্সের বই আছে ?

মুখর্জী। তা—তা—নাই থাক্‌ল ; কল্‌কাতা থেকে আনিয়ে নেব।

রাধা। বিলেৎ থেকে এসে তা হ'লে আর সায়ান্স পড়েন নি ?

মুখর্জ্জী। যে কাযের ভিড় অত সময় পাব কোথা ?

রাধা। আমাদের পড়াবার সময় তা হ'লে কি করে হবে ?

মুখর্জ্জী। ওটা যে একটা মস্ত আনন্দ, সময় করে নেব।

রাধা। আপনার বড় দয়া। যন্ত্র তন্ত্র আছে আপনার কিছু ?

মুখর্জ্জী। কল্‌কাতা থেকে আনিয়ে নিতে হবে।

রাধা। ততদিনে যে আমরা দেশে ফিরে যাব।

মুখর্জ্জী। টেলিগ্রাম কল্লে তিন চার দিনের মধ্যে এসে পড়বে।

রাধা: বই আর যন্ত্রের জন্যে উপস্থিত আপনার কত টাক চাই?

মুখর্জ্জী। (নিরুত্তর হইয়া মাথা চুল্‌কান)

রাধা। আপনি লজ্জিত হবেন না, আমাদের টাকার অভাব নেই।

মুখর্জ্জী। টাকা আপনাদের দিতে হবে না; আমিই সব আনিয়ে নেব।

রাধা। (উঠিয়া) বেশ আপনার বই আর যন্ত্র এলে পড়াতে আসবেন। নমস্কার; আয় উমা আমরা মুখ ধুইগে।

(উমার হস্ত ধরিয়া প্রস্থান)

মুখর্জ্জী। উমাদেবী ত কোন কথাই কইলেন না।

এডা। উনি বড় লজ্জাশীলা।

মুখর্জ্জী। উনিই ত জমিদার।

এডা। হাঁ। আপনাকে সিটী ফিরিয়া যাইতে হইবে ত। আপনাকে আর বিলম্ব করাইব না। (উঠিয়া করমর্দ্দন)

মুখর্জ্জী। এখন সিটি ফিরবো না। ফেরবার সময় আপনার সঙ্গে দেখা করে যাব।

(সেলাম করিয়া মুখর্জ্জীর প্রস্থান, উমা ও রাধার প্রবেশ)

রাধা। খুব সায়ান্স পড়াবার লোক এনেছ যা হ'ক।

এডা। তুমি কি করিয়া বুঝিলে উনি কাযের লোক নন্ ?

রাধা। তুমি যেমন, সকলকেই নিজের মতন ভাল মানুষ দেখ, সকলের তা কল্লে কি চলে ?

(আর্দ্দালির প্রবেশ)

আর্দ্দালি। ডাক্তার সাহেব এসেছেন।

এডা। আসিতে বল।

(আর্দ্দালির প্রস্থান ; প্রমথর প্রবেশ)

প্রমথ। নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

এডা, রাধা, উমা। নমস্কার।

প্রমথ। এঁদের বেড়াবার কি ব্যবস্থা হ'ল ?

এডা। একখানা গাড়ি ঠিক করিয়াছি এখনই বোধ হয় আসিবে।

প্রমথ। (রাধাকে) আপনার বোধ হয় জায়গাটা বড় নীরস বোধ হচ্চে।

রাধা। ভয়ঙ্কর নীরস। কাকাকে ব'ল্লাম আমাদের সায়ান্স পড়াবার ব্যবস্থা কত্তে, তিনি গা কল্লেন না। এডাকে ব'ল্লাম, তা ও যেরকম লোক এনেছিল দেখেই চক্ষু স্থির।

এডা। এমন কি মন্দ লোক, কেম্বিজের সায়ান্সে বি,এ।

প্রমথ। কে লোকটা ?

এডা। মিঃ মুখর্জ্জি ব্যারিস্টর।

প্রমথ। কবে সে পাস কোর্সে বি,এ পাস করেচে, তার কর্ম্ম

নয় আপনাদের পড়ান। আপনাদের যদি পড়বার এতই ঝোঁক হয়ে থাকে, আমি লোক দিতে পারি, কিন্তু দীওয়ান মশাই তাঁকে নামঞ্জুর করে গেছেন।

রাধা। তাঁর অপরাধ ?

প্রমথ। দীওয়ান মশাই একজন প্রবীণ শিক্ষক চান।

রাধা। তাই বুঝি কাকা বেছে বেছে একজন প্রবীণ ডাক্তার জুটিয়েছেন। (উমা ও প্রমথর লজ্জাভিনয়)

এডা। রাধা, এখনও তুমি ভাল করিয়া কথা কহিতে শিখিলে না। ডাক্তার বাবু দুঃখিত হবেন।

রাধা। ডাক্তার বাবু! আমার পেটে কথা থাকে না, আমাকে ক্ষমা করবেন।

প্রমথ। আপনি আমার সঙ্গে ঐ রকমই কথা কইবেন।

রাধা। বলুন না আপনার ভাল লোক কে ?

প্রমথ। এখানকার স্কুলের হেডমাষ্টার বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

রাধা। স্কুলে সায়ান্স পড়ান বুঝি ?

প্রমথ। তিনি কাল lantern lecture দিয়েছিলেন, আমার বড় ভাল লেগেছিল। আজ আবার দেবেন।

(গোবর্দ্ধন ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ)

গোবর্দ্ধন। কি কচ্চিস তোরা সব ?

রাধা। আজ যে মুখে হাসি ধচ্চে না।

গোবৰ্দ্ধন। কোন্ দিন ধরে ? ডাক্তার উমাকে কেমন দেখ্‌লে।

প্রমথ। বেশ ভাল আছেন।

গোবৰ্দ্ধন। তোরা সায়ান্স পড়বার জন্যে ক্ষেপিচিস, তোদের মাষ্টার ঠিক করে এনেছি।

রাধা। কাকে ঠিক কল্লে ঠাকুৰ্দ্দা ?

গোবৰ্দ্ধন। দেখাচ্চি দাঁড়া।

(প্রস্থান ও বিজয় কৃষ্ণের সহিত প্রবেশ)

প্রমথ। এই যে বিজয় বাবু! আমিও আপনার কথাই এঁদের কাছে বল্‌ছিলাম। আপনার lantern lecture ত এখনই হবে ; মিসেস টেম্পল্ যদি অনুমতি দেন, এঁদের নিয়ে যাওয়া যায়।

এডা। আমার কোনও আপত্তি নাই।

গোবৰ্দ্ধন। কি নামটা ব'ল্লে ? হাঁ—বিজয়। তুমি বোকার মতন দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? হাঁ ভাল কথা, এদের সঙ্গে আলাপ করে দিই। ইনি মিসেস টেম্পল্ এঁদের গার্ডিয়ান (উভয়ের করমৰ্দ্দন) ; ইনি রাধারাণী. (পরস্পরকে নমস্কার) ইনি উমা দেবী (উমার নমস্কার)

এডা। বসুন বিজয় বাবু।

বিজয়। আপনি ত পরিষ্কার বাঙ্গালা বলেন।

এডা। হাঁ ; ও কথা আমাকে অনেকেই বলিয়া থাকেন ; ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিজয় বাবুকে কোথায় পাইলেন ?

গোবর্দ্ধন। কালী বাড়ীতে। এখানে দিব্যি একটি বাঙ্গালী-দের আড্ডা আছে দেখ্‌লাম।

রাধা। তবেই হয়েচে, আর তোমার টিকিটি দেখ্‌তে পাওয়া যাবে না।

গোবর্দ্ধন। টিকি রাখবার যো রেখেচিস যে দেখ্‌বি। এত বড় দুষ্ট মেয়ে কি ভূভারতে আছে ? আমি একদিন চেয়ারে বসে একটু ঘুমিয়ে পাড়চি, হঠাৎ টিকিতে টান পড়লো। হাত দিয়ে দেখি টিকি নদারদ। আর ঐ শালী টিকি হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাস্‌চে (সকলের হাস্য) সেই দুঃখে আর টিকি রাখি নি।

রাধা। আহা হা হা, টিকির শোকে শুকিয়ে গিছ্‌লে।

গোবর্দ্ধন। তখনই তোর কাঁচি কেড়ে নিয়ে তোর নাক কেটে নিতে পা'ত্তাম, তা হ'লে আমার রাগ যেত।

রাধা। নাক কাট্‌লেই ত হয় না ; তা হ'লে তোমার সীতা হরণ হ'য়ে যেত।

গোব। ঠিক বলিচিস তুই। উমা সীতা, আর তুই সূর্পনখা।

রাধা। বল্‌না উমা—হা অজ্জউত্ত এভিয়ং দে দংশনং। দে বুড়োকে কান্‌ড়ে।

বিজয়। আপনি বুঝি এঁদের সংস্কৃত পড়ান ?

গোব। ওরা পড়ে ছাই। বেশ শিখ্‌ছিল দুজনেই। কিন্তু ঐ যে চঞ্চলা মেয়েটি, ওর নিত্যি নতুন চাই। সংস্কৃত এখন শিকেয় উঠেছে। দিন কতক ফিলজফি পড়া হল। এখন ফিজিক্‌-সের কপাল ফিরেছে।

(আর্দ্দালির প্রবেশ)

আর্দালি। হুজুর গাড়ী এসেছে।

প্রমথ। সবসুদ্ধ ছজন যে। বিজয় বাবু আমার গাড়ীতে আসুন। ওঁরা চার জন একত্রে আসবেন।

[সকলের প্রস্থান।

(হরলাল মিশ্র ও মিষ্টার গ্যাণ্ডামলের প্রবেশ)

হরলাল। দরওয়ান নে ত ইহাঁ আনে কো কহা লেকিন ইহাঁ ত কোই ভি নজর নহী আতা।

গ্যাণ্ডা। অন্দর গয়ে হোঙ্গে।

হরলাল। মুঝ্‌কো ভলা তুম্ ইহাঁ কেঁও খেঁচ্ লায়া?

গ্যাণ্ডা। জেরা উমা দেবী সে মুঝকো মিলা দেও।

হরলাল। ইয়ে ত কহো তুম্‌হারা মৎলব ক্যা হৈ উন্‌সে মিল্‌নে কা?

গ্যাণ্ডা। বাবুজী ভকালৎ কর্ত্তে হো, ঔর ইত্‌নী বাৎ নহীঁ সমঝ্ সক্তে?

হরলাল। ঠিক ঠিক! ময় ভুল গয়া থা। থোড়া দিন অর্সা[১] হুয়া তুম্‌হারী ঘরওয়ালী[২] গুজর[৩] গয়ী হৈ।

গ্যাণ্ডা। জরা মেরী মদদ্[৪] তো করো।

হরলাল। ক্যায়সী মদদ চাহ্‌তে হো তুম্?

১ অল্পদিন হ'ল। ২ স্ত্রী। ৩ মরেছেন। ৪ সাহায্য

গ্যাণ্ডা। মুঝে উন্‌সে মিলা দেও।

হরলাল। ময়্ খুদ উন্‌সে ওয়াকিফ[১] নহীঁ হুঁ।

গ্যাণ্ডা। বাঙ্গালী ত হো তুম্।

হরলাল। ময় সাফ্ কহ্‌দেতা হুঁ। তুম যো চাহ্‌তে হো হোনা বহুৎ মুস্কিল হৈ।

গ্যাণ্ডা। কেঁও! পাঞ্জাব মে তুম্‌হারে দেস্‌কী লড়কীয়াঁ বহুৎ বেয়াহী হুয়ীঁ হৈঁ।

হরলাল। ইয়ে বহুৎ বড়ে ঘরানে কী হৈ।

গ্যাণ্ডা। বড়ে ঘরানে কী ভী তো ইহাঁ আয়ী হৈঁ।

হরলাল। উন্‌কে সাথ যো মেম হৈ, উন্‌সে মেরী কল্ রস্তে মে মুলাকাৎ হুয়ী থী। ঔর ময় কিসী কো নহী জান্‌তা।

গ্যাণ্ডা। উন্‌হী সে মুঝে মিলা দেও।

হরলাল। বি, এ, মে মজ্‌মূন্[২] কোন্ কোন্ সে লে রক্ষে থে তুম্ নে ?

গ্যাণ্ডা। অংরেজী, ফিজিক্স, ম্যাথিম্যাটিক্‌স্।

হরলাল। আচ্ছা! অব্ রাস্তা নিকল্ আয়া। উন্‌কো ফিজিক্স্ পঢ়ানেকে লিয়ে এক মাষ্টার কী জরূরৎ হৈ। মূখর্জ্জী এক উম্মেদ্‌ওয়ার হৈ; তুম্‌ভী কোশিশ্[৩] করো।

গ্যাণ্ডা। ফিজিক্‌স্ মে মুঝে নম্বর অচ্ছে আয়ে থে। অব্‌ভী মুঝে বহুৎ কুছ্ ইয়াদ হৈ।

১ পরিচিত। ২ পাঠ্য। ৩ চেষ্টা।

হরলাল। পান্ সাত দিন খুব ঘোটা[১] লাগাও, ঔরভী রওয়াঁ[২] হো যায়েগা।

গ্যাণ্ডা। যো য়াদ হৈ উন্‌কো পঢ়ানে কে লিয়ে কাফী[৩] হৈ।

হরলাল। উন্‌কো ঐসী ওয়ায়্‌সী ন সমঝ্ না অচ্ছী পঢ়ী লিখী হৈ।

গ্যাণ্ডা। তুম্ কুছ ফিক্‌র্[৪] মৎ করো, ময় উন্‌কো অচ্ছী তরহ্ পঢ়া দূঙ্গা।

হরলাল। এত বড় মূর্খ কি জগতে আছে! ঐ মূর্ত্তি নিয়ে উনি চান্ উমা দেবীকে বিয়ে কত্তে। আমার কি, আমি একটু বানর নাচিয়ে নিই না।

গ্যাণ্ডা। ক্যা বোল্ রহে হো ?

হরলাল। য়হাঁ ঔর কিৎনে দের ঠহ্‌র না হোগা আখির উয়ো গয়ী কহাঁ ?

গ্যাণ্ডা। ইয়ে ঘণ্টী পড়ি হৈ, জরা বজা দেও, কোই না কোই নোকর ত আহি জায়গা।

(হরলালের ঘণ্টাধ্বনি। আর্দ্দালির প্রবেশ)

হরলাল। মেম সাহেব কহাঁ হৈঁ ?

আর্দ্দালি। বেড়াতে গিয়েছেন।

হরলাল। তুমি বাঙ্গালী ?

আর্দ্দালি। হাঁ।

১ মুখস্থ কর। ২ অভ্যাস। ৩ যথেষ্ট। ৪ চিন্তা।

হরলাল। কতক্ষণে এঁরা ফিরবেন ?

আর্দ্দালি। তা কি করে বল্‌বো ? বোধ হয় দেরী হবে।

গ্যাণ্ডা। বাবুজী ইস্‌সে উন্‌কী হালাৎ[১] তো পূছো।

হরলাল। ক্যা পুছুঁ ?

গ্যাণ্ডা। উন্‌কী আমদ্‌নী কিৎনী হৈ ?

হরলাল। উমাদেবীর জমীদারার আয় কত জান ?

আর্দ্দালি। পাঁচ ছ লাখ টাকা হবে।

গ্যাণ্ডা। পান ছ লাখ রূপেয়া সালানা ?

আর্দ্দালি। হাঁ।

গ্যাণ্ডা। দূস্‌রীকী ?

আর্দ্দালি। কি বল্‌চেন উনি ?

হরলাল। আর যিনি আছেন তাঁর কত আয় ?

আর্দ্দালি। তাঁর ত জমীদারী নেই। নগদ আছে প্রায় লক্ষ টাকা।

হরলাল। দূস্‌রী কী কোই তাল্লুকা নহীঁ হৈ, নকদ্‌ হৈ করীব[২] লাখ রূপেয়া কে।

গ্যাণ্ডা। উন্‌কে মকাবলে[৩] মে ইয়ে গরীবনী হৈ।

হরলাল। তুম পহ্‌লী হি কা ধ্যান রক্ষো।

আর্দ্দালি। তাঁদের সঙ্গে এখন দেখা হবে না; তাঁরা হয়ত অনেক দেরীতে আসবেন।

১ বিবরণ। ২ প্রায়। ৩ তুলনায়।

হরলাল। ইয়ে কহ্‌তা হৈ, কি উয়ো বহুৎ দের মে আওয়েঙ্গী। তুম্ কিৎনি দের তক্ ঠেহ্‌রোগে?

গ্যাণ্ডা। ঔর দস্ মিনিট বৈঠ্ কর দেখ্ লেতে হৈঁ।

হরলাল। তুম্ বৈঠো ফের, মুঝে শহর যানা হৈ।

গ্যাণ্ডা। ইৎনী জল্‌দী ক্যা? মুঝে ভী তো শহর যানা হৈ।

হরলাল। তুম্‌কো গরজ হৈ, তুম্ ঠেহ্‌রো, ময় যাতা হুঁ।

গ্যাণ্ডা। ইস্ সে পূছ্ ত লেও, কিস্ ওয়ক্ত্ আনে সে মুলাকাৎ হোগী।

হরলাল। কখন এলে এঁদের সঙ্গে দেখা হতে পারে?

আর্দ্দালি। বিকেলে তিনটের সময় আসবেন।

হরলাল। সমঝ গয়ে? কিসী দিন তিন বজে আনা।

গ্যাণ্ডা। তুম্হে ভী সাথ আনা পড়ে গা।

হরলাল। আজ ভাগ্যে বেঁচে গেছি। আবার তোমার সঙ্গে আস্‌বো?

গ্যাণ্ডা। ক্যা কহা তুম্ নে?

হরলাল। মুঝে ফের ফুর্সৎ হোনা মুস্কিল হৈ। চলো অব্: দের হোতী যাতী হৈ।

গ্যাণ্ডা। সদর বাজার তক্ তুম্‌হারে সাথ যাতা হুঁ। ময় ফের এক দফে আউঙ্গা।

[হরলাল ও গ্যাণ্ডামলের প্রস্থান।

আর্দ্দালি। হুঁ: মেড়ুয়াবাদী নইলে অমন বুদ্ধি কেন হবে?

কত রাজা রাজড়া কেঁদে গেল, এই জাম্বুমানকে মা বিয়ে করবেন।

[প্রস্থান।

(উমা ও রাধার প্রবেশ)

উমা। লেক্‌চর কেমন লাগ্‌ল তোর?

রাধা। চমৎকার। আমি একদিনেই অনেকগুল বিষয় শিখে নিয়েছি।

উমা। মেলা লোকের মধ্যে ভাই আমার বাধ বাধ ঠেক্‌ছিল।

রাধা। তারা ত আমাদের পেছনে ছিল।

উমা। বিজয় বাবু চমৎকার ইংরিজী বলেন, না?

রাধা। যেমন নির্ভুল, তেম্‌নি উচ্চারণ শুদ্ধ, বোধ হচ্ছিল কোনও সায়েবে কথা কচ্চে। বোঝাবার শক্তিও খুব। শক্ত শক্ত বিষয়গুল জলের মত বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছিলেন।

উমা। মানুষটা কি রকম বল দিকি।

রাধা। তোকে দেখেই ও ভালবেসে ফেলেচে।

উমা। দূর! দূর!

রাধা। ঠাকুরদা যখন তোর কাছে ওর পরিচয় করে দিলেন, তোর দিকে কেমন এক দৃষ্টে চেয়ে রইল, নমস্কার কর্ত্তেও ভুলে গেল।

উমা। তা ত বল্‌বিই। যতক্ষণ লেক্‌চর দিচ্ছিলেন কেবল তোর দিকেই চেয়েছিলেন, ঘরে যেন আর লোকই ছিল না।

রাধা। ডাক্তারকে ত তোকে দিইচি, আর তোর ক'টা চাই ?

উমা। তুই নিলি তা হ'লে ওঁকে ?

(এডা টেম্পলের প্রবেশ)

এডা। বিজ্ঞান শিক্ষকের পদের আর একজন প্রার্থী উপস্থিত। (কার্ড দেখাইয়া) লালা গ্যাণ্ডামল উকীল। বিএতে সায়ান্স পড়িয়াছিলেন।

রাধা। অর্থাভাব না কি ?

এডা। বলিলেন পসার ভাল আছে।

রাধা। তবে কি মনে করে ?

এডা। (হাসিয়া) এঁর সম্প্রতি স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে।

(রাধার হাস্য, উমার বিরক্তি)

এডা। কি বলিব ?

উমা। বলুন আমরা সায়ান্স্ শিখ্বো না।

রাধা। না না একেবারে হাতছাড়া করা হবে না। একটু মজা করা যাক্ না। চেহারাটি কি রকম ?

এডা। রঙ আমাদের আর্দালির মত ; পেট্‌টি বিলক্ষণ স্থূল, এক চক্ষু কাণা, মুখে বসন্তের চিহ্ন, বয়স চল্লিশ হবে।

রাধা। উমা এ তোর ভাগে ভাই।

এডা। সে আবার কি ?

রাধা। চারজন পুরুষ উপস্থিত কি না ; আমরা দু' দুজন করে

ভাগ করে নিইচি। ডাক্তার আর গ্যাণ্ডামল উমার ভাগে ; বিজয় আর মুখর্জ্জি আমার ভাগে।

এডা। ভট্টাচার্য্য ?

রাধা। ঠাকুর্দ্দা তোমার ভাগে।

এডা। (হাসিয়া) গ্যাণ্ডামলকে কি বলি ?

রাধা। বল, এখন আমাদের ফুর্সৎ নেই, অন্য কোনও সময় এলে বিশেষ আপ্যায়িত হব।

[এডার প্রস্থান।

রাধা। এ দেশের লোকের উৎসাহ খুব দেখ্‌চি। দেশে ত এত উমেদার জোটেনি।

উমা। শিক্ষকের পদের জন্যে যে লোক চাওয়া হইছিল।

রাধা। বিজয় বাবু মাইনে নেবেন ?

উমা। ঠাকুর্দ্দা মাসে একশো টাকা স্থির করেছেন।

রাধা। ছ্যাঃ। মনে করেছিলাম লোকটা ভদ্রলোক।

উমা। মাইনে নিলেই কি ছোটলোক হয়ে যায় ? গরীব গুর্ব্বো তা হ'লে তোকে পাবার আশা কত্তে পারে না।

রাধা। তুই গরীবকে বিয়ে কত্তে পারিস ?

উমা। আমি বড় মানুষ বিয়ে করবো না। আমাদের দেশের বড় মানুষদের স্বভাব কি রকম জানিস ত।

রাধা। তোকে যে বিয়ে করবে সে এমনিই কোটিপতি হবে।

উমা। না ভাই ও অভিশাপ দিস্‌নে ; দাদা নিশ্চয় ফিরবেন।

রাধা। তোর মনে পড়ে তাঁকে ?

উমা। খুব পড়ে। তিনি আমাকে বড় ভালবাস্‌তেন।

রাধা। দেশ ছেড়ে গিয়ে, তোকেও কোনও চিঠি লেখেন নি ?

উমা। এই দশ বছর তাঁর কোনও খবর নেই।

রাধা। তবে তিনি আর ফিরবেন না।

উমা। ও কথা মনে হ'লেও আমার হৃৎকম্প হয়। কে টাকার লোভে বিয়ে করে আমায় চিরকাল কষ্ট দেবে। মেয়ে মানুষের হাতে বেশী টাকা থাকা বড় পাপ।

রাধা। নিতান্ত বোকা মেয়ে মানুষের হাতে টাকা থাক্‌লেই পাপ। নাটক নভেলের নায়ক নায়িকা ছাড়া টাকা সকলেই চায়।

উমা। দাদা ফিরে এলে তাঁর সঙ্গে তোর বিয়ে দেব। তা হ'লে তোর টাকা ঢের হবে, আমরা সকলে একত্র থাকবো।

রাধা। তিনি এতদিন কবে বিয়ে থাওয়া করেছেন।

উমা। না ভাই, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি এখনও বিয়ে করেন নি। তোকে দেখলে আর কাউকে বিয়ে করবেনও না।

রাধা। চল্‌ খাই গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(প্রমথনাথ ও বিজয়কৃষ্ণের প্রবেশ।)

বিজয়। আপনার রোগী কেমন ?

প্রমথ। তাঁকে আর রোগী বলা যায় না। এই ক'দিনে আশ্চর্য্য উন্নতি হয়েছে।

বিজয়। আপনার খুব বাহাদুরী।

প্রমথ। কিছুমাত্র নয়। আমি তাঁকে এক ফোঁটাও ওষুধ দিই নি।

বিজয়। ওষুধ না দেওয়াই তা হ'লে আপনার বাহাদুরী।

প্রমথ। সে কথা বল্‌তে পারেন। দেশে ওঁকে মেলা ওষুধ খাইয়ে মেরে ফেল্‌বার যোগাড় করেছিল।

বিজয়। এঁরা পর্দ্দাটর্দ্দা বড় একটা মানেন না বুঝি ?

প্রমথ। কই দেখ্‌তে ত পাই নি।

বিজয়। মেজাজ কি বেজায় বড়মান্‌ষী ধরণের ?

প্রমথ। উমা দেবীর কোনও রকম অহঙ্কার নেই। কথা বার্ত্তা, ধরণ ধারণ নিতান্ত সাদাসিধে, ভারি অমায়িক।

বিজয়। দ্বিতীয়টীর ?

প্রমথ। ওঁকে কিছু গর্ব্বিত বলেই বোধ হয়।

বিজয়। অথচ ওঁর গর্ব্বের কারণ কিছুই নেই।

প্রমথ। বলেন কি, লক্ষ টাকা বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের পক্ষে কি কম ?

বিজয়। অত টাকা উনি পেলেন কোথায় ?

প্রমথ। উমাদেবীর বিমাতা, তাঁর সমস্ত স্ত্রীধন ওঁকে দান করে গিয়েছেন। ওঁর গর্ব্বের আরও ত যথেষ্ট কারণ রয়েছে। স্ত্রীলোকের যা প্রধান সম্পত্তি তা ওঁর যে অপরিমিত।

বিজয়। রূপের কথা বলচেন। আচ্ছা, ওঁদের দুজনের মধ্যে বেশী সুন্দরী কে ?

প্রমথ। দুজন দু'রকমের। একজন লক্ষ্মী, আর একজন উর্ব্বশী। একজনকে দেখলে পূজা কৃত্তে ইচ্ছা হয়, আর একজনকে দেখ্‌লে মনে ঘোর অশান্তির উদয় হয়। একজনের রূপ চক্ষুতে অমৃত সেক করে, আর একজনের রূপ চক্ষু ধাঁধিয়ে দেয়। এক জন দুধ, আর একজন মদ।

বিজয়। আপনি একজন কবি দেখ্‌চি। আপনি কৃষ্ণ হতে চান, না বলরাম ?

প্রমথ। আমি গরীব মানুষ, অত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নেই।

বিজয়। মানুষের মন ত গরীব নয়। মনের যে অবারিত দ্বার।

প্রমথ। আপনারও ত তাই ; আপনি বলুন না। ভক্ত হতে চান, না মাতাল ?

বিজয়। আমি রাধারাণীকেই বেশী সুন্দরী মনে করি।

প্রমথ। আমার মতে উমাদেবীর সঙ্গে ওঁর তুলনাই হয় না।

বিজয়। আপনার প্রাণে এখনও শৈশবের গন্ধ আছে। আপনি দুধ ভাল বাসেন।

প্রমথ। দুধ কে না ভালবাসে ? পৃথিবীতে ঐ ত হচ্চে অমৃত।

বিজয়। আপনার বয়েসে শতকরা ৯০ জন লোক দুধ ভক্ত থাকে না।

প্রমথ। শতকরা ৯০জন লোক কি মদ খায় ?

বিজয়। এশিয়াকে বাদ দিলে পৃথিবীর শতকরা ৯৯ জন লোক দুধ ফেলে মদ খেতে চাবে।

প্রমথ। আমি বাঙ্গালী, তাতে বামুন্, আমার মদে প্রবৃত্তি নেই।

বিজয়। সত্যি বল্‌বেন প্রমথ বাবু। ওঁদের দুজনকে দেখে আপনি কি একেবারে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, না বিলম্বে ?

প্রমথ। আমার এক মুহূর্ত্তও দেরী হয় নি। উমাদেবীকে দেখার পর রাধারাণীর দিকে চাইতেও ইচ্ছা হয় নি।

বিজয়। যদি রাধারাণীকে পূর্ব্বে দেখ্‌তেন ?

প্রমথ। তা হ'লেও উমাদেবীকে দেখে দৃষ্টি অন্যত্র ফিরত না।

বিজয়। আপনি উমাদেবীকে ভালবেসে ফেলেছেন।

প্রমথ। ও কথা বলে তাঁর অপমান করবেন না।

বিজয়। অপমান কি রকম ?

প্রমথ। আমার মত লোক তাঁকে দেখে উচ্চ আশা কল্লে তাঁর অপমান হয়।

বিজয়। ভালবাসলেই কি আশা কত্তে হয় ?

প্রমথ। সে রকম ভালবাসা যদি বলেন, আমার আপত্তি নেই।

বিজয়। কি রকম ?

প্রমথ। যেমন মানুষ শরতের পূর্ণচন্দ্রকে ভালবাসে।

বিজয়। আধ ফুটন্ত গোলাপ—

প্রমথ। ও কথা বল্‌বেন না। গোলাপকে ত হাত বাড়ালেই তোলা যায়। ওর সঙ্গে উমাদেবীর তুলনা হয় না।

বিজয়। ওঁর সঙ্গে এমন কিছুর তুলনা করা চাই যা একেবারে

দুষ্প্রাপ্য ; যেমন নন্দনের মন্দার, বিষ্ণুর কণ্ঠের কৌস্তুভ ; কি বলেন ?

প্রমথ। কতকটা ঐ রকমই বটে।

বিজয়। আপনার ত অত নৈরাশ্যের কোনও কারণ নেই। আপনি একজন ডাক্তার, মস্ত একটা মেডিক্যাল হলের মালিক।

প্রমথ। সব ভুয়ো। মেডিক্যাল হলের যা দাম, তার চেয়ে বেশী টাকায় বন্ধক আছে ; অর্থাৎ ধার করে কেনা।

বিজয়। আপনি পশ্চিমে কতদিন আছেন ?

প্রমথ। তিন পুরুষ।

বিজয়। তাই আপনার চেহারাটি ওরকম। বাঙ্গালীর মতন চোখ, পাঞ্জাবীর মত নাক, মুখ, রঙ্গ, শরীর।

প্রমথ। আপনি ত বাঙ্গালায় পালিত বর্দ্ধিত, আমি কি আপনার কাছে দাঁড়াতে পারি ?

বিজয়। আপনি আমার চেয়ে তিন ইঞ্চি লম্বা হবেন।

প্রমথ। বেশী লম্বা মানুষ কখন স্থশ্রী হয় না।

বিজয়। আপনার মতন সুশ্রী পুরুষ আমি কখন দেখি নি।

প্রমথ। আমি যদি আপনার সম্বন্ধে ঐ কথা বলি ?

বিজয়। তা হ'লে অযথা কথা বলা হবে।

প্রমথ। মোটেই না। সত্যি বল্‌চি আমি কখনও আপনার মত সুন্দর পুরুষ দেখি নি।

বিজয়। আপনার পিতামহ কি সূত্রে পশ্চিমে এসেছিলেন ?

প্রমথ। তিনি কাণপুরে সিভিল সার্জ্জন ছিলেন।

বিজয়। তার পর?

প্রমথ। আমার পিতা লাহোরে এগ্‌জিকুটিভ এঞ্জিনিয়র ছিলেন। আমি যখন মেডিক্যাল কলেজে পড়ি তিনি মারা যা'ন। আমার মা তার পূর্ব্বেই স্বর্গে গিইছিলেন; আমি জগতে একা।

বিজয়। আপনার পিতার একমাত্র উত্তরাধিকারী।

প্রমথ। তিনি অত্যন্ত খরচে ছিলেন; এক পয়সাও রেখে যান্ নি। আপনি বাসা নিয়েচেন কোথা?

বিজয়। আমাদের স্কুলের থার্ড মাষ্টার তারিণী বাবুকে জানেন ত, তাঁর বাড়ীতে থাকি। সেই খানেই খাই।

প্রমথ। তাঁকে কত দেন?

বিজয়। যৎসামান্য।

প্রমথ। তবু?

বিজয়। পঞ্চাশ টাকা।

প্রমথ। উমা দেবী আপনার লেক্‌চরের প্রশংসা কচ্ছিলেন; কিন্তু ও রকম সাধারণ স্থানে যেতে লজ্জা বোধ করেন।

বিজয়। ওঁরা যদি বলেন সুধু ওঁদের জন্যে লেক্‌চর দিতে পারি। আমি এখন উঠি।

প্রমথ। আমাকেও ঐদিকে যেতে হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(এক পুস্তক হস্তে উমার প্রবেশ, উপবেশন ও পাঠ)

(রাধারাণীর প্রবেশ)

রাধা। ঠাকুদ্দা বুঝি কালীবাড়ী গেছেন। আমার যে সময় কাট্‌চে না। উমা কি পড়্‌চিস্‌ ?

উমা। শকুন্তলা।

রাধা। দেখি কোন্‌ খানটা পড়্‌চিস। (পুস্তক কাড়িয়া লইয়া পাঠ)

অপ্যোৎসুক্যে মহতি দয়িতপ্রার্থনাসু প্রতীপাঃ[১]
কাঙ্ক্ষন্ত্যোপি ব্যতিকরসুখং[২] কাতরাঃ স্বাঙ্গদানে।
আবাধ্যন্তে[৩] ন খলু[৪] মদনেনৈব লব্ধান্তরত্বাৎ[৫]
আবাধন্তে[৬] মনসিজমপি ক্ষিপ্তকালাঃ[৭] কুমার্য্যঃ ॥

আজ যে হঠাৎ এ জায়গাটা পড়্‌তে ইচ্ছে হ'ল ?

উমা। আমি বুঝি ওখানটা বেছে পড়্‌চি। বই খানা গোড়া থেকে পড়ে যাচ্চি।

রাধা। আচ্ছা ভাই কথাটা যা বলেচে সত্যি কি ?

উমা। তুই দিবা রাত্রি ঐ সব কথা ভাবিস, তুই বল্‌তে পারিস সত্যি কি মিথ্যা, আমি কি জানি ?

রাধা। আমার ত সত্যি বলেই বোধ হয়। শেক্সপীয়রও তাই বলেছেন ; Since maids, in modesty, say 'no' to which they would have the profferer construe 'ay.'[৮]

১ প্রতিকূল। ২ রতি। ৩ পীড়িতা হয়। ৪ শুধু তা নয়। ৫ সুবিধা থাকায়। ৬। পীড়া দেয়। ৭ সময় নষ্ট করিয়া। ৮ কুমারীরা লজ্জায় 'হাঁর' স্থানে 'না' বলে।

(এডার প্রবেশ)

এডা। মুখর্জ্জী এসেছেন।

উমা। আবার ?

এডা। তাঁর আগ্রহ অত্যন্ত।

রাধা। এই খানেই নিয়ে এস না।

(এডার প্রস্থান ও মুখর্জ্জীকে লইয়া প্রবেশ)

মুখর্জ্জী। নমস্কার।

রাধা। নমস্কার মিষ্টার মুখর্জ্জী। আবার কি মনে করে ?

মুখর্জ্জী। জিজ্ঞেস্ কত্তে এলাম, আপনারা প্রথমে কি পড়বেন, লাইট, হীট, কি ইলেক্ট্রিসিটী ?

রাধা। লাইট অনেক পাওয়া গেছে, হীটই আরম্ভ হ'ক।

(উমার ভ্রুকুটী)

মুখর্জ্জী। গরম পড়ে এল, গরমের সময় গরমের কথা পড়াই ভাল।

রাধা। তা হ'লে আর সর্দ্দি গরমীর ভয় থা'কবে না।

এডা। আজ বিনা পুস্তকে, আপনি উত্তাপ সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দিন না।

মুখর্জ্জী। বেশ ত। উত্তাপ কা'কে বলে, তা অবশ্যই আপনারা জানেন। সূর্য্যের উত্তাপ অনুভব কত্তে কত্তেই এখানে এসেছি। আজ কাল আর আগুনের উত্তাপের দরকার হয় না। কিন্তু আগুনের উত্তাপ না হলেও চলে না,

উদরের উত্তাপ অতিরিক্ত হয়ে পড়ে। তা ছাড়া দেখুন শরীরের উত্তাপ বাড়লেই জ্বর হয়, মস্তিষ্কের উত্তাপ বাড়লেই পাগল হয়। লেক্‌চর বেশী দীর্ঘ হ'লে শ্রোতাদের মস্তিষ্কের উত্তাপ বাড়তে পারে। অতএব এইখানেই আমি ইতি করি।

রাধা। চমৎকার মিষ্টর মুখর্জ্জী। আপনার হীটের লেক্‌চরে লাইটও যথেষ্ট পাওয়া গেল।

(আর্দ্দালির প্রবেশ ও এডার হস্তে কার্ড দান)

এডা। আস্‌তে বল। গ্যাণ্ডামল এসেছেন।

(আর্দ্দালির প্রস্থান ও গ্যাণ্ডামলের প্রবেশ)

এডা। আসুন। মিষ্টর মুখর্জ্জীকে আপনি অবশ্য চেনেন। ইনি শ্রীমতী রাধারাণী (গ্যাণ্ডামলের নীচু হইয়া সেলাম, রাধারাণীর ঈষৎ ঘাড় নাড়া) ; ইনি উমা দেবী (গ্যাণ্ডামলের আরও নীচু হইয়া সেলাম, উমার এক হাত তুলিয়া সেলাম) বসুন লালা সাহেব, এতক্ষণ আমরা মিষ্টর মুখর্জ্জীর নিকট হীট সম্বন্ধে লেক্‌চর শুনিতেছিলাম।

গ্যাণ্ডা। ময় মাফী মাঙ্গ্‌তা হুঁ ; ময় বাঙ্গ্‌লা নহীঁ জান্‌তা।

রাধা। ওঁকে বল আমরা ইংরাজী জানি নে।

এডা। আমি ও কথা বলিতে পারিব না, বলিতে চাও তুমি বল।

রাধা। হাম্‌রা ইংরাজী বল্‌তে পারি না।

গ্যাণ্ডা। আপ্‌ উর্দ্দু তো বোল্‌ লেতে হৈঁ ?

রাধা। ঐ যে রকম শুন্‌লেন, ঐ রকম বল্‌তে পারি।

গ্যাণ্ডা। ঐ রকম সে হি কাম চল্ যায় গা।

রাধা। আপনি আমাদের সায়ান্স পড়াবেন ?

গ্যাণ্ডা। হাঁ ময় নে সায়ান্স পঢ়া হৈ।

রাধা। হম্‌কো পড়াবেন ?

গ্যাণ্ডা। হাঁ আপ্‌কো পঢ়াওয়েঙ্গে।

রাধা। আচ্ছা শুরূ করুন।

গ্যাণ্ডা। অভি শুরূ করেঁ ; কেতাব ইতাব কুছ হৈ ইহাঁ ?

রাধা। কেতাব নিয়ে কি হবে, মুখস্থ বলুন।

গ্যাণ্ডা। (মুখর্জ্জীকে) ক্যা ফর্ম্মাতে হৈঁ ?

মুখর্জ্জী। জবানী লেক্‌চর দেনেকো কহ্‌তা হৈঁ।

গ্যাণ্ডা। আপ লোগ্ অংরেজী নহীঁ জান্‌তে, উর্দ্দ্ ভি নহীঁ জান্‌তে, লেক্‌চর কিস্ তরহ্ সে হো সকেগা ?

রাধা। আচ্ছা উর্দ্দ্‌তে বলুন, মুখর্জ্জী সাহেব তর্জ্জমা করে বুঝিয়ে দেবেন।

গ্যাণ্ডা। হম্ উর্দ্দ্‌মে বোলেঙ্গে, মুখর্জ্জী তর্জ্জমা করেঙ্গে ?

রাধা। হাঁ।

গ্যাণ্ডা। ফর্ম্মাইয়ে[১] কিস্ মজ্‌মূন[২] পর লেক্‌চর দূঁ।

রাধা। এটমিক্ হাটের উপর লেক্‌চর দিন।

গ্যাণ্ডা। (মাথা চুল্‌কাইতে চুলকাইতে) উয়ো বহুৎ বারীক[৩] মাম্‌লা[৪] হৈ, জবানী ইয়াদ নহীঁ হৈ। আপ তো অংরেজী জান্‌তে হৈঁ।

---

১ বলুন। ২ বিষয়। ৩ সূক্ষ্ম। ৪ বিষয়।

রাধা। থোড়া। আচ্ছা বলুন হীট জিনিসটা কি ?

গ্যাণ্ডা। হীট ক্যা জিন্‌স হৈ ? এক ফোর্স হৈ।

রাধা। সে force কি করে পয়দা হয় ?

গ্যাণ্ডা। খুদা নে পয়দা কিয়া।

রাধা। খুব বলেচেন। এডা ওঁকে বল dynamical theory of heat বুঝিয়ে দিতে।

গ্যাণ্ডা। জবানী ইয়াদ নহীঁ। কেতাব দেখ্‌কে বতা সক্‌তা হুঁ।

রাধা। কেতাবে ত হম্ ভী পড়িচি। কভি experiment করেছেন ?

গ্যাণ্ডা। দেখা বহুৎ হৈ ; অপ্‌নে হাথোঁ সে নহীঁ কিয়া।

রাধা। মুখর্জ্জী সাহেব আপনার বই আর ইন্‌ষ্ট্রুমেণ্ট আসুক তার পর পড়া আরম্ভ করা যাবে।

(মুখর্জ্জী গ্যাণ্ডামলকে বুঝাইয়া দিলেন)

গ্যাণ্ডা। ময় তখ্‌ফীফ্ এ তস্‌দীয়া[১] করতা হুঁ।

রাধা। মিষ্টর মুখর্জ্জী বুঝিয়ে দেন।

মুখর্জ্জী। ক্যা কহা তুম্ নে সমঝ্ মে নহীঁ আয়া।

গ্যাণ্ডা। আজ আপ্ লোগোঁকো ঔর তক্‌লীফ[২] নহীঁ দেঙ্গে।

এডা। (উঠিয়া) গুড্ বাই।

গ্যাণ্ডা। (সেলাম করিয়া) গুড্ বাই।

[প্রস্থান।

১ আপনাদের কষ্ট লাঘব কচ্চি। ২ কষ্ট।

রাধা। আপনাকেও ত সিটীতে যেতে হবে, দেরী হচ্চে না ত ?

মুখর্জ্জী। হ'লই বা ; আমার সঙ্গে গাড়ি আছে।

রাধা। আমাকে ক্ষমা করবেন ; আমার একটু কায আছে।

(রাধার প্রস্থান ; উমা উঠিতে উদ্যতা ; নেপথ্য হইতে রাধা—
এডা একবার এদিকে এস ত। এডার প্রস্থান।
(উমার বিরক্তভাবে বসিয়া থাকা।)

মুখর্জ্জী। আপনার কোন্ কোন্ বিষয় পড়তে ভাল লাগে ?

উমা। (নেপথ্যে রাধার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ও কীল দেখাইয়া) আমি সংস্কৃত পড়তে ভাল বাসি।

মুখর্জ্জী। ওখানা কি বই ? জিজ্ঞাসা কত্তে পারি কি ?

উমা। এই দেখুন না। (পুস্তক দান)।

মুখর্জ্জী। (দেখিয়া) আমি সংস্কৃত কখন পড়িনি। কি বই বলুন না। (বই ফিরাইয়া দেয়া)।

উমা। শকুন্তলা।

মুখর্জ্জী। তর্জ্জমা না দেখেই মানে বুঝতে পারেন ?

উমা। পারি।

মুখর্জ্জী। আপনার ত শকুন্তলা পড়তে ভাল লাগবেই। আপনি নিজেই যে শকুন্তলা।

উমা। আপনি বিলাতে ক'বছর ছিলেন ?

মুখর্জ্জী। তিন বছর। ইংরাজরা গোমর করে ওদের মেয়েরা যত সুন্দরী, জগতের কোন জাতির স্ত্রীলোক তত সুন্দরী নয়। আপনাকে দেখলে তাদের গর্ব্ব খর্ব্ব হ'ত।

উমা। আপনি বিলেৎ থেকে এসেই কি অম্বালায় কায আরম্ভ করেছেন ?

মুখর্জ্জী। হাঁ। ভাগ্যে এসেছিলাম, তাই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ধন্য হ'লাম।

উমা। অম্বালাসিটী জায়গাটি কেমন ?

মুখর্জ্জী। এতদিন ত ভালই লাগত ; এখন থেকে মরুভূমি বোধ হবে।

উমা। আপনি কি এখানে সপরিবারে আছেন ?

মুখর্জ্জী। আপনি যদি দয়া করেন, সপরিবার হই।

উমা। আমাকে ক্ষমা করবেন, আমার একটু কায আছে। (প্রস্থানোদ্যতা)

মুখর্জ্জী। উঠবেন না ; একটা কথা শুনে যান : আপনাকে দেখে অবধি আমি একেবারে—(উমার প্রস্থান) বাবাঃ যেন পাথরের প্রতিমা। এখানে দন্তস্ফুট হবে না।

(রাধার প্রবেশ)

রাধা। ক্ষমা করবেন মিষ্টর মুখর্জ্জী, আমি মনে করেছিলাম আপনি চলে গেছেন।

মুখর্জ্জী। যাবার যো থাকলে অনেকক্ষণ চলে যেতাম।

রাধা। আপনার নামে ওয়ারাণ্ট বেরিয়েছে নাকি ?

মুখর্জ্জী। আমি গেরেফ্তার হইচি।

রাধা। জামীনে খালাস পেয়েছেন বুঝি ?

মুখর্জ্জী। আপনি যদি জামীন হ'ন, খালাস পাই।

রাধা। কি রকম জামীন ?

মুখজ্জী। ভবিষ্যতে আমার দ্বারা যাতে শান্তিভঙ্গ না হয়।

রাধা। আপনি শান্তিভঙ্গ করে বেড়ান নাকি ?

মুখজ্জী। পুলিশের সব উল্ট কাণ্ড, লোকে আমার শান্তিভঙ্গ করে, অথচ চার্জ্জ আসে আমারই উপর।

রাধা। আপনার তা হ'লে অত্যন্ত অশান্তি হয়েছে ?

মুখজ্জী। ভয়ানক।

রাধা। যেন ছুটে বেড়াতে ইচ্ছে কচ্চে ?

মুখজ্জী। ঠিক তাই।

রাধা। লালা গ্যাণ্ডামলকে ধরে মা'ত্তে ইচ্ছে হচ্ছিল, না ?

মুখজ্জী। আপনি অন্তর্যামী।

রাধা। আমি আপনার জামীন হ'তে পারবো না।

মুখজ্জী। অপরাধ ?

রাধা। আপনাকে এসাইলমে যেতে হবে।

[প্রস্থান।

মুখজ্জী। এর রসবোধ আছে, কিন্তু শক্ত কম নয়। Better luck next time.

[প্রস্থান।

(রাধার প্রবেশ।)

রাধা। পুরুষ মানুষগুল কি স্বার্থপর! আমাদের টাকা আছে শুনে ফেউএর মত আমাদের পেছু লেগেছে। একটু লজ্জাও কি হয় না। ছিঃ ঘেন্না ধরে গেছে।

(বিজয়কৃষ্ণের প্রবেশ।)

বিজয়। ক্ষমা করবেন ; জিজ্ঞেস কত্তে এসেছিলাম, আমি আপনাদের কখন পড়াতে আসবো।

রাধা। যখন আপনার সুবিধে হবে।

বিজয়। স্কুলের সময় ছাড়া যে সময় বল্‌বেন, সুবিধে করে নেব।

রাধা। স্কুলে যে লেক্‌চর দিলেন ঐ রকম কি রোজ দিতে পারবেন ?

বিজয়। তা পারবো। বাড়ীতে কি কিছু পড়বেন না ?

রাধা। অত অল্প মাইনেয় দু জায়গায় পড়াতে পারবেন ?

বিজয়। তা পারবো।

রাধা। স্কুলে কি পড়াবেন, বাড়ীতেই বা কি পড়াবেন ?

বিজয়। স্কুলে ঐ রকম lantern lecture চল্‌বে, বাড়ীতে একখানা বই নিয়ে গোড়া থেকে পড়িয়ে যাব।

রাধা। বেশ তাই হবে।

বিজয়। আপনাদের সঙ্গে আজ একজন সাহেব ছিলেন, তিনি কে ?

রাধা। মিষ্টর এ. কে. মুখর্জ্জী ব্যারিষ্টার এট্‌ ল।

বিজয়। আপনাদের সঙ্গে কি করে আলাপ হ'ল ?

রাধা। তিনি যে আমাদের একজন admirer.

বিজয়। শুধু অনুমান কচ্চেন, না কিছু প্রমাণ পেয়েছেন ?

রাধা। বিদেয় কল্লেও যে বিদেয় হন্‌ না।

বিজয়। কিছু আশা পেয়েছেন বোধ হয়।

রাধা। (রুক্ষভাবে বিজয়ের দিকে দৃষ্টি করিয়া বিড় বিড় করিয়া) আস্পর্দ্ধা কম নয় স্কুল মাস্টারের।

বিজয়। ক্ষমা করবেন আমাকে।

রাধা। আপনি কি পরামর্শ দেন, ওঁকে তাড়িয়ে দেয়া হয়।

বিজয়। আপনাকে পরামর্শ দেবার আমার অধিকার কি ?

রাধা। জেরা করবার অধিকার আছে ?

বিজয়। কথাটা হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে।

রাধা। কারণ ব্যতীত কার্য্য হয় না। আপনিও আমাদের একজন admirer নাকি ?

বিজয়। আপনার বটে।

রাধা। নিজের অবস্থার কথা কি ভেবে দেখেছেন ?

বিজয়। সে কথাটা মনে করে না দিলেও পাত্তেন। আপনি জিজ্ঞেস কল্লেন বলেই বলেছি। নইলে হয় ত কখনও ওকথা শুনতেন না। আমি বিদায় হই ; আমার সঙ্গে আর আপনার দেখা হবে না। (প্রস্থানোদ্যত)

রাধা। আপনি তা হ'লে আর আমাদের সায়ান্স পড়াবেন না ?

বিজয়। না।

রাধা। আপনি একটা দাঁও মাত্তে এসেছিলেন, সায়ান্স পড়াতে আসেন নি, সে কথাটা স্বীকার করুন।

বিজয়। তা যদি হ'ত, মাইনে নিতাম না।

রাধা। অধিকন্তু ন দোষায়।

বিজয়। আপনি যা ইচ্ছে মনে কত্তে পারেন।

[প্রস্থান।

রাধা। ছি ছি কি কল্লাম! এক ভদ্রলোকের মনে কষ্ট দিলাম। আমার এই জিভ্‌টেকে কি করে সংযত করি? লোককে চাবুক মারা ভিন্ন এর অন্য কার্যই নেই।

(রাধার প্রস্থান ও উমার সহিত প্রবেশ।)

উমা। তা হ'লে তোর সায়ান্স শেখা এই পর্য্যন্ত হ'ল?

রাধা। আরও ত দুজন মাষ্টার রয়েছে।

উমা। তুই পড়িস ভাই, আমি আর ওতে নেই।

রাধা। বেশ ত বানর নাচান যাবে।

উমা। বিজয় বাবুকেও নাচাচ্ছিলি নাকি?

রাধা। ও নিজেই দলে মিসে গিছল।

উমা। তুই মানুষে মানুষে প্রভেদ দেখ্‌তে পাস্‌নে? মুখু-জ্জেকে আর ওঁকে এক দলে ফেল্লি।

রাধা। একরকম দেখিনি বলেই মুখুজ্জের বাঁদরামীতে রাগ করিনি, ওর আস্পর্দ্ধা দেখে রাগ হইছিল।

(গোবর্দ্ধন ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ।)

গোবর্দ্ধন। বিজয়কে তোরা তাড়িয়ে দিইচিস নাকি?

রাধা। তোমায় কে বল্লে?

গোব। এই যে দেখা হ'ল পথে। জিজ্ঞেস ক'ল্লাম এরই মধ্যে পড়া হয়ে গেল। সে বল্লে তার জবাব হয়ে গেছে।

রাধা। সে জন্যে কি বড় দুঃখিত বোধ হল ?

গোবর্দ্ধন। হ'ল বই কি।

রাধা। হবারই কথা, অনেক গুল টাকার ক্ষতি হ'ল।

গোব। তুই বোধ হয় তাকে অপমান করিচিস ?

রাধা। তাই বল্লে না কি ?

গোব। সে কিছুই বলে নি। কালীবাবুর কাছে যাচ্ছিল চাকরীতে ইস্তীকা দিতে।

রাধা। চাকরী ছাড়লে পেট চল্‌বে কি করে ?

গোব। এত দিন যা করে চলেছিল।

রাধা। এতদিন ত এখানে ছিল না।

গোব। এখনও থাক্‌বে না। চাকরী ছেড়েই এখান থেকে চলে যাবে।

রাধা। যাওয়াই ভাল।

উমা। না ঠাকুদ্দা। আমার বড় মন কেমন কচ্চে। রাধা ওঁর কাছে না পড়ে আমি পড়বো। তাঁকে ফিরিয়ে আন।

গোব। এখন ডাক্‌লে কি আসবে ?

উমা। আমার নাম করে ডেকো ; তা হ'লে ভদ্রতার খাতিরেও আস্‌তে হবে ?

গোব। আচ্ছা দেখি। [প্রস্থান।

রাধা। মাষ্টারের কপাল ফিরেছে।

উমা। কি রকম ?

রাধা। লক্ষ্মীর দৃষ্টি পড়েছে।

উমা। যাঃ তোর রঙ্গ আমার ভাল লাগে না। (প্রস্থানোদ্যতা)

রাধা। রাগ করিসনে। একটি গান গা দিকি তোর অসুখ হয়ে অবধি গান শুনিনি।

উমা। তুই বরং গা আমি শুনি।

রাধা। কি গাইব বল্।

উমা। যা তোর ইচ্ছে।

রাধা। সর্পদাজিল্‌হা-একতালা।

সাগর কূলে বসিয়া বিরলে হেরিব লহর মালা।
মনোবেদনা কব সমীরণে গগনে জানাব জ্বালা।
প্রতারণাময় মানব প্রাণ আর না হেরিব নর বয়ান,
সমাজ শাসনে রহিব না আর বহিব না দুখ ডালা॥

(গোবৰ্দ্ধন, প্রমথ ও বিজয়ের প্রবেশ)

গোবৰ্দ্ধন। থাম্‌লি কেন, গা না।

রাধা। বিজয় বাবু! আমাকে ক্ষমা করবেন, আপনার মনে কষ্ট দেবার আমার উদ্দেশ্য ছিল না।

বিজয়। আর বল্‌বেন না, আর বল্‌বেন না। দোষটা আমারই ছিল। সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকদের সঙ্গে কথা কওয়া ত আমার অভ্যাস নেই।

প্রমথ। তা ছাড়া ওঁরা হচ্চেন রাজার জাত ওঁদের দোষ হ'তেই পারে না।

রাধা। বিজয় বাবুর আজ দু'দুজন উকীল, কাযেই আমাকে চুপ কত্তে হ'ল।

গোবৰ্দ্ধন। চুপ করবি কেন, আর একটা গা। বড় মিষ্টি লাগ্‌ছিল গানটা।

রাধা। তুমি এখানে এসে অবধি গান গাওয়া ছেড়ে দিয়েছ তুমি বরং একটা গাও।

গোব। আচ্ছা তুই বল্‌চিস গাই।

বেহাগ একতালা।

জাল ফেলে জেলে রয়েছে বসে তারা আমার কি হবে মা?
অগাধ জলে মীনের ঘর   জাল ফেলেছে ভুবন ভিতর,
যখন যারে মনে করে তখন তারে ধরে কেশে।
পলাবার পথ নাই কোন কালে   পলাবি কোথায় ঘিরেছে যে জালে
রামপ্রসাদ বলে মাকে ডাকো শমন দমন করিবে সে।

বিজয়। বাঃ ঠাকুদ্দা! আপনিও যে গানের জালে আমাকে বেঁধে ফেল্লেন।

গোবৰ্দ্ধন। বা রে এও যে আমাকে ঠাকুদ্দা করে নিলে।

বিজয়। ক্ষমা করবেন। আমার ওটা হয়ত আস্পর্দ্ধার কথা হয়েছে।

গোবৰ্দ্ধন। আমি ত সরকারী ঠাকুদ্দা। সকলেই বলে তুমিই বা কি অপরাধ কল্লে?

রাধা! মনে পাপ থাক্‌লেই অপরাধ হয়, নইলে হয় না।

উমা। পাপ কিসের! আপনি নিশ্চয় বল্‌বেন। আমি আপনাকে দাদা বলে ডাক্‌বো!

(বিজয়ের মুখ ফিরাইয়া চাদরে চক্ষু মোছা)

উমা। (রাধাকে) তুই আবার ওঁর মনে কষ্ট দিলি।

রাধা। (উমাকে) ওর অমন হীন প্রাণ কেন? পুরুষ মানুষ অত দাস ভাব হওয়া ভাল নয়।

গোবর্দ্ধন। বিজয়, তুমি নিশ্চয় গাইতে জান। একটা গাওনা ভাই।

বিজয়। ছেলেবেলা একটা থিয়েটারের গান শুনেছিলাম সেটা এখনও মনে আছে। যদি কারও আপত্তি না হয় গাইতে পারি।

গোবর্দ্ধন। গানে কোনও অশ্লীল বিষয় না থাক্‌লেই হ'ল; তুমি গাও।

বিজয়। বিভাযমিশ্রিত কাওয়ালি।

রাই কাল ভালবাসে না।
কালো দেখে বলেছিল কুঞ্জে যেন আসে না।
রূপের বড় গরব করে রাই, দেখবো এবার মন যদি তার পাই
এবার গৌর হয়ে ধরবো পায়ে আর ত কালো রব না।
বড় অভিমানী রাই বাঁশী ছেড়ে কেঁদে ফিরি তাই
যোগীবেশে ফিরবো দেশে ঘরে ত মন বসে না॥

প্রমথ। বাঃ বিজয়বাবু, আপনি যে সব গুণগুলি একচেটে করে নিয়েছেন।

রাধা। ঠাকুদ্দা, আমি আর একটা গাই শোন।

কেদারা জলদ তেতালা ।

দুরাশা আমার আশা, কেন নাহি ছাড় তায়
বামন কখন কি হে শশী ধরিবারে পায় ?
ভ্রান্ত হয়ে ক্ষণে ক্ষণে কত আশা কর মনে
তাতে কি দরিদ্র জনে অমূল্য রতন পায় ?
আশা অপার জলধি ভয়ানক নিরবধি
তাহাতে যে চায় নিধি, ধিক শত ধিক তায় ।

প্রমথ । এইবার বিজয় বাবু একটা গান্ ।

বিজয় । একটা পুরণো গানের একটু একটু মনে আস্‌চে ।

প্রমথ । গান্ না, যতটুকু মনে আসে ।

বিজয় । কেন সজনি, মোর মরণ নাহিক হয় ।
যার তরে ধরি প্রাণ সেই করে অপমান
তথাচ এ পাপ প্রাণ কি সুখে এ দেহে রয় ।
মন যার অনুগত, যার তরে ব্যাকুলিত
সেখানে হয়ে ঘৃণিত, প্রাণ কেন নাহি যায় ।
মরিলে এ দেহ সখি জলে চিতা আগুনে
দুখ বোধ নাহি হয় শব অঙ্গ দাহনে ।
সজীব শরীর এ যে ঘৃণার অনলে দয়
দগধিয়ে মরি সখি ইহা কি পরাণে সয় ।

[রাধার প্রস্থান ।

প্রমথ । রাত হয়ে গেল ; আমাকে অনুমতি দেন ।

বিজয় । আমাকেও অনুমতি দেন ।

গোবর্দ্ধন। রাত কোথায় হয়েচে, চল না কালীবাড়ীতে গিয়ে একটু তাস খেলা যা'ক।

[প্রমথ বিজয় ও গোবর্দ্ধনের প্রস্থান।

(রাধার প্রবেশ)

রাধা। মাষ্টার লোকটা নিতান্ত বেহায়া। এততেও ওর শিক্ষা হ'ল না।

উমা। দোষটি সম্পূর্ণ তোর। তুই ওঁকে বামন, দরিদ্র, ধিক বল্লি কেন ?

রাধা। ওকি আমার সমান, যে সমান উত্তর করবে ?

উমা। সমান কেন হবে, তোর চেয়ে বড়।

রাধা। কিসে ?

উমা। বিদ্যায় বড়, বয়সে বড়, বুদ্ধিতে বড়; তা ছাড়া ও পুরুষ মানুষ, তুই মেয়ে মানুষ।

রাধা। তোর কি বুদ্ধি! পুরুষ মানুষ বুঝি আমাদের চেয়ে বড়। ওরা ত আমাদের খাসমহলের খানসামা।

উমা। বিয়ে হ'লে তুই তোর স্বামীর দাসী হবি।

রাধা। যাকে বিয়ে করবো সে আমার দাস হবে।

উমা। দেখা যাবে। হঠাৎ বিজয় বাবুর উপর অমন চটে গেলি কেন ?

রাধা। তুই ত সব জানিস, তবে কেন জিজ্ঞেস কচ্চিস ?

উমা। আমি জানি, কিন্তু তুই জানিস নে।

রাধা। প্রকাশ করে বলুন, পণ্ডিত মশাই।

উমা। বিজয় বাবুর উপর ত তোর রাগ হয় নি। ওঁর মাষ্টারত্বের উপর রাগ হইছিল।

রাধা। তোর সত্যি তাই বোধ হয় ?

উমা। বিজয় বাবুকে সকল বিষয়েই এক জন বড় দরের লোক বলা যেতে পারে। ওঁর প্রতি তোর বিদ্বেষভাবের আর ত কোনও কারণ থাক্‌তে পারে না।

রাধা। ঠিক ধরিচিস উমা! আমি সত্যিই নিতান্ত ছোট লোক। তোর কাছে এতদিন থেকেও আমার স্বভাব শোধ্‌রাল না। (রোদন)

উমা। (রাধাকে আলিঙ্গন করিয়া) ছিঃ কাঁদিস নে। শীগ্গির তোর এ ভাবটা কেটে যাবে।

রাধা। আমার দোষগুলকে তুই রোজ আমাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিস, তা হ'লে যদি আমার এ ভাবটা কাটে।

উমা। তোর যা দোষ, সে আমাদের জাতের দোষ, তোর একলার নয়।

রাধা। কি কি বল্ না।

উমা। একজন মেয়ে মানুষ মেয়ে মানুষের দোষের বেশ বর্ণনা করেছেন :—

"Her inherent childishness; her delight in imagining herself wronged and neglected; her absurd way of attaching weighty importance to

the merest trifles ; her want of balance ; and the foolish resentment she feels at being told any of her faults ; her obstinate refusal to see any thing better or wider than her own immediate out-look."

রাধা। আমাতে ও দোষগুলি সব আছে, কিন্তু তোতে একটিও নেই ; তোর সঙ্গে যখন আমার তুলনা করি, তখনই বুঝতে পারি, যে তুই দেবতা, আর আমি স্বার্থপর, লোভী, ক্ষুদ্র জীব।

উমা যা বকিস নে। তোর balance নেই সে কথাটা সত্যি। কখনও তুই নিজেকে আকাশে তুলিস, আবার কখনও পাতালে ফেলিস।

রাধা। আগে ত কখন পাতালে নামিনি, আকাশেই থাক্‌তাম।

উমা। রাত হয়েচে, শুইগে চল্।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উমার ড্রয়িংরুম।

উমা, রাধা, এডা, প্রমথ, বিজয়।

বিজয়। যেমন স ঋ গ ম প ধ নি এই সপ্তস্বর কর্ণপটহের উপর বায়ুর কম্পনের তারতম্য বশত হয়, যেমন লাল, নারাঙ্গী, পীত, হরিত, নীল, বেগুনি, ভায়লেট এই সাত রঙ রেটিনার উপর সূর্য্যরশ্মির দ্বারা ঈথরের কম্পনে উৎপন্ন হয়; তেমনি আমার বোধ হয় সাত রকম স্বাদও জিহ্বার নার্ভের উপর খাদ্য দ্রব্যের রসের intensityর উপর নির্ভর করে।

উমা। সাত রকম স্বাদ কি কি?

বিজয়। তিক্ত, কষায়, অম্ল, মধুর, ঝাল, এই ক'টা স্বাদের স্বতন্ত্র নাম আছে। অম্ল আর মধুরের মধ্যবর্ত্তী অম্লমধুর; মধুর ও ঝালের মধ্যবর্ত্তী স্বাদের নাম নেই, কিন্তু স্বাদটা আমরা বেশী পাকা আম খেলে বুঝতে পারি।

উমা। স্বাদের তারতম্য কি করে হয় বুঝিয়ে দেন।

বিজয়। আমের বোল তেত; কড়েয়া কষা; কাঁচা আম টক, ডাঁসা অম্লমধুর, পাকা মিষ্টি, বেশী পাকা ঝাল মিষ্টি, পচা ঝাল, তারপর বীজ, বীজ থেকে বোল ইত্যাদি আবার সেই সাতটা স্বাদ এসে পড়ে।

উমা। স্বর, রস, স্বাদ, এই তিনটেতে সাত রকম ক্রমের নিয়ম খাট্‌ল, আর কোনও বিষয়ে খাটে?

বিজয়। তিনটে জ্ঞানেন্দ্রিয়ে যেমন খাটে, বাকী দুটোতেও খাটা উচিত। ঘ্রাণে নাকের স্নায়ুর উপর পরিমলবাহী বায়ুর কম্পনের তারতম্য অনুসারে গন্ধ ক্রমে কোমল, মিষ্টি, তীব্র, মাদক, দুর্গন্ধ, উৎকট, অসহ্য, এই সাত রকম হয়।

উমা। বাকি থাক্‌ল স্পর্শ।

বিজয়। স্পর্শেরও intensity অনুসারে সুখ দুঃখ হয়। খুব আস্তে স্পর্শ কল্লে সুড়সুড়ি, সংবাহনে আরাম, তার চেয়ে জোরে টিপলে ব্যথা, পরে পীড়া, যন্ত্রণা, অধৈর্য্য, মূর্চ্ছা এই রকম সাতটা ক্রম হতে পারে।

(আর্দ্দালির প্রবেশ, দুখানি কার্ড দান)

এডা। ভিতরে আসিতে বল।

(আর্দ্দালির প্রস্থান, গ্যাণ্ডামল ও মুখর্জ্জীর প্রবেশ ও অভিবাদনান্তে উপবেশন, পরে বিজয়কে দেখিয়া উভয়ের সসম্মানে উত্থান ও অভিবাদন)

মুখর্জ্জী। ডাক্তার বাবু! এঁর সঙ্গে পরিচয় করে দেন; ইনি বুঝি এঁদের আত্মীয়।

প্রমথ। ইনি অল্প দিন হ'ল হিন্দু মহমডান স্কুলের হেড্‌-মাষ্টার হয়ে এসেছেন।

(মুখর্জ্জীর নাক সিঁটকাইয়া মুখ ফিরান)

গ্যাণ্ডা। ক্যা ফর্ম্মায়া জেনাব নে ? (মুখর্জ্জীর সহিত কথা ও নাক সিঁটকাইয়া বিজয়ের প্রতি অমনোযোগ)

মুখর্জ্জী। (তাচ্ছিল্য ভাবে) কি মাষ্টার! অম্বালা কেমন লাগচে ?

বিজয়। আজ্ঞা মন্দ নয়।

গ্যাণ্ডা। বাবু! উর্দ্দু সমঝ্‌তে হো ?

বিজয়। জী হাঁ, থোড়া থোড়া।

মুখর্জ্জী। সে দিন ল্যাণ্টার্ণ লেক্‌চর দেয়া হয়েছিল না ?

বিজয়। আজ্ঞা হাঁ।

মুখর্জ্জী। (গ্যাণ্ডামলকে স্পষ্টস্বরে) Fools rush in where angels fear to tread.

গ্যাণ্ডা। হেমাকৎ[১]।

[রাধার উঠিয়া প্রস্থান।

প্রমথ। বিজয় বাবু আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

[প্রমথ ও বিজয়ের প্রস্থান।

মুখর্জ্জী। (উমাকে) আপনাদের জন্য কি কি বই আর যন্ত্র আসবে তার একটা লিষ্ট দিলে ভাল হয়।

উমা। আপনাকে আর কষ্ট দেব না। বিজয় বাবু এখন আমাদের সায়ান্‌স পড়াচ্চেন।

মুখর্জ্জী। বলেন কি! আমি কেম্বি্রজের গ্রাজুয়েট, আমাকে ফেলে একজন অজ্ঞাত নামা স্কুলমাষ্টারের কাছে পড়বেন ?

এডা। (উঠিয়া) মিষ্টর মুখর্জ্জী একটি কথা বলি শুনুন।

[এডা ও মুখর্জ্জীর প্রস্থান।

১ আস্পর্দ্ধা।

গ্যাণ্ডা। উমা দেবী! আপ্‌সে আলহ্‌দা বাত করনে কা মৌকা[১] মিল্‌না মুস্কিল হৈ! আগর আপ্ ইজাজৎ[২] দেওয়েঁ, ময় কুছ আর্জ্[৩] করুঁ।

উমা। আপ ক্যা কহ্‌না চাহ্‌তে হেঁ?

গ্যাণ্ডা। ময় নে জব্‌সে আপ্‌কো দেখা হৈ মেরে হোশ গুম[৪] হো গয়ে। আপ্ মুঝে গুলামী মে কবুল ফর্ম্মাইয়ে।[৫]

উমা। I am sorry I cannot accept your highly flattering proposal. I hope you will excuse me.

[প্রস্থান।

গ্যাণ্ডা। হুঁ রূপেয়া কী বড়ী শেখী[৬] হৈ। দূস্‌রী কহাঁ গয়ী। উয়ো তাল্লুকদারণী নহী হৈঁ, শায়দ[৭] মান যাওয়েঁ।

(রাধার প্রবেশ)

রাধা। আপ্ অভি এখানে কি কচ্চেন?

গ্যাণ্ডা। আপ্ হী কী ইন্তজার[৮] মে বয়ঠা হুঁ।

রাধা। কি কায আপ্‌কা আমার পাস?

গ্যাণ্ডা। আপ্ মেরে দিল্‌ও জান্‌কী মালিকা বন্ যাইয়ে।

রাধা। What do you mean?

গ্যাণ্ডা। Will you condescend to marry me?

রাধা। How dare you! don't come here again.

[রাধার প্রস্থান।

১ অবকাশ। ২ অনুমতি। ৩ নিবেদন। ৪ চৈতন্য লুপ্ত। ৫ দাস বলে গ্রহণ করুন। ৬ দর্প। ৭ হয় ত। ৮ অপেক্ষায়।

গ্যাণ্ডা। ইয়ে উস্‌সে ভী তেজ নিকলী।

(মুখর্জ্জীর প্রবেশ)

মুখর্জ্জী! ক্যা হাল হৈ লালা সাহেব ?

গ্যাণ্ডা। তুম্‌হারা ক্যা হাল হৈ ?

মুখর্জ্জী! মিসেস টেম্পল্ নে মুঝে নেহায়ৎ তহ্‌জীব[১] সে জতায়া[২] কি ময় ফের ন আউঁ।

গ্যাণ্ডা। মিস্ রাধারাণী নে মুঝে হুকম্ দিয়া হৈ কি ময় য়হাঁ ফের না আউঁ।

মুখর্জ্জী। ইৎনী বেইজ্জতী হম্‌নে জিন্দগীভর মে নহী উঠাঈ।

গ্যাণ্ডা। লাচার।

মুখর্জ্জী। লাচার কেঁও। (এদিক ওদিক দেখিয়া) এক কাম কিয়া যাওয়ে সব কুছ হো সক্তা হৈ।

গ্যাণ্ডা। উয়ো ক্যা ?

(মুখর্জ্জীর গ্যাণ্ডামলের কর্ণে কথা)

গ্যাণ্ডা। তোবা তোবা। পাগল্ হো গয়ে তুম্।

মুখর্জ্জী। সুনো ত সহী (কর্ণে কথন)

গ্যাণ্ডা। হাঁ, হো তো সকতা হৈ।

মুখর্জ্জী। আও ফের, অভী ইস্‌কী কোই সূরৎ তজ্‌বীজ্ কর্তে হৈঁ।

[উভয়ের প্রস্থান

১ সভ্যভাবে। ২ বুঝিয়ে দিলেন

(উমা ও রাধার প্রবেশ)

রাধা। উমা! আজ আমি নিজের মুখ ভাল করে দেখলাম।

উমা। কি রকম ?

রাধা। ঐ মুখুজ্জে আর গ্যাণ্ডামল যে রকম মানুষ, আমিও ঠিক সেই রকম।

উমা। কি বকৃচিস ?

রাধা। ওরাও বিজয় বাবুকে গরীব বলে অপমান কল্লে, আমিও করিচি।

উমা। কাযটা ভাল করিস নি। তা অনুতাপ যথেষ্ট হয়েচে।

রাধা। যথেষ্ট হয় নি।

উমা। তবে ওঁকে বিয়ে করে প্রায়শ্চিত্ত কর।

রাধা। বকিস নে। আর এক বিষয়ে মল কোম্পানির সঙ্গে আমার সাদৃশ্য আছে।

উমা। মল্ কোম্পানি কি আবার ?

রাধা। ওদের নাম কর্ত্তে ইচ্ছে হয় না; মল্ কো বল্লে ওদের দুজনকে বুঝতে হবে।

উমা। তা হবে; সাদৃশ্য টা কি ?

রাধা। ওরাও mercenary আমিও mercenary.

উমা। আত্মগ্লানি ঢের হয়েচে, আজ মানুষটাকে কি রকম বোধ হ'ল ?

রাধা। বড়ই হীন, বড়ই ভীরু। আমি হ'লে দুজনকে জুতোর ঠোকর মাত্তাম।

উমা। বিজয় বাবু আমাদের শিক্ষক; ওরা আমাদের অতিথি।

রাধা। তাই বুঝি, ওদের অত মান্য দেখাচ্ছিল?

উমা। নিশ্চয়।

রাধা। এডা মোটরখানি বেশ কিনেছে। কোথা পেলে?

উমা। এখানকার অফিসর কম্যাণ্ডিং মেসপটেমীয়া যাচ্ছেন, তাঁর মোটর।

রাধা। ঐ যে নিয়ে এল। চল্ কাপড় পরিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(মোটরের শোফর ও বিজয়ের কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ।)

বিজয়। ময় বহুত খুশ হুয়া তুম্ পর।

শোফর। বাবু জী থানে মে খবর দেনা চাহিয়ে।

বিজয়। নহীঁ নহীঁ। কোই জরুরৎ নেহীঁ।

শোফর। আপ্ জানে বাবুজী। মুঝ্‌পর কোই বাৎ ন আওয়ে।

বিজয়। কোই ডর নেহীঁ। যাও, ইয়ে লোগ বাহার যা রহে হৈঁ।

(শোফরের প্রস্থান। মোটরের শব্দ। এডার প্রবেশ।)

বিজয়। আপনি বেড়াতে গেলেন না?

এডা। আমার শরীরটা তত ভাল নেই।

(আর্দ্দালির প্রবেশ ও এডাকে পত্র দিয়া প্রস্থান।)

এডা। আমার চশ্‌মা এখানে নেই, চিঠি খানা পড়িয়া শোনান্ ত বিজয়বাবু দয়া করে।

বিজয়। (পত্র পাঠ)

Civil Lines
Amballa
17th March 1918.

Dear Madam

A party of the Europian ladies of the station is to meet tomorrow evening at 7 P.M. in the house of the Deputy Commissioner for the purpose of collecting subscriptions for supply of comforts to the soldiers fighting for the cause of the King Emperor in Mesopotamia. Your presence, as guardian of the distinguished Bengali ladies, is solicited.

Yours faithfully
Elizabeth Smith.

Mrs. Ada Temple.

এডা। ইনি বোধ হয় ডেপুটি কমিশনরের স্ত্রী।

বিজয়। হাঁ শুনিচি, তাঁর নাম স্মিথ্। আপনি তা হলে কাল যাবেন নিমন্ত্রণ রক্ষা কত্তে ?

এডা। যাইতে হইবে বই কি ।

বিজয়। আপনার শরীর ভাল নয় বল্‌ছিলেন যে।

এডা। ও অতি সামান্য, কাল সারিয়া যাইবে। আমাকে ক্ষমা করবেন বিজয় বাবু। [প্রস্থান।

বিজয়। উঃ কি ভয়ানক লোক, এরা সব কত্তে পারে।

(ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ডাক্তার ভগৎরামের বাগানবাটী। একটি ঘর।

গ্যাণ্ডামল ও মুখর্জ্জী।

গ্যাণ্ডা। সব ঠীক হৈ। অব শিকার ইস তরফ আওয়ে তব তো।

মুখর্জ্জী। আওয়েঙ্গী নহীঁ তো কাঁহা জায়েঙ্গী।

গ্যাণ্ডা : মেমসাহেব অব তক্ সিটী পঁহুছ গয়ী হোগী।

মুখর্জ্জী। হাঃ হা মার্চ মে হি এপৃল ফুল বনেগী।

গ্যাণ্ডা। চিট্‌ঠি ডেপ্‌টী কমিশনরকো জরুর দেখ্‌লায়গী। উস্‌সে পতা ন লগ্‌ যায়।

মুখর্জ্জী। ময়্ নে বাঁয় হাত সে লিখা থা, খৎ পহ্‌ছানা ভী নহীঁ যায়গা ঔর লেডী হেণ্ড ভী মালুম হো গা।

গ্যাণ্ডা। তুম বদ্‌মাষী মে যুগৎ উস্তাদ হো।

মুখর্জ্জী। ঔর তুম্ বিলকুল সাধু।

গ্যাণ্ডা। সচ্ পূছো তো, মেরা জী নহীঁ করতা। মুঝ সে উন্‌পর জবর নহীঁ হোগা।

মুখর্জ্জী। ফের তুম্‌হারা খূব সূরৎ চেহ্‌রা দেখ কর উয়ো তুম্‌হারে কদ্‌মো মে আ গিরেঙ্গী?

গ্যাণ্ডা। ডর্ যায়েঙ্গী বেচারী। জবর করনে কী নৌবৎ নহী আওয়েগী।

মুখর্জ্জী। অগর সহী সলামৎ নিকল গয়ী তুম্ বচোগে কিস্ তরহ্? কাবু আনে সে হি তো উন্‌কা মুহ্ বন্দ্ হোগা

গ্যাণ্ডা। হাঁ ইয়ে বাৎ ঠীক হৈ।

মুখর্জ্জী। আয়ী মোটর। অব ছিপ্ যাও কহীঁ।

গ্যাণ্ডা। ইস্ টেব্‌ল ক্লথ কে নীচে।

(উভয়ের টেবিলের নীচে লুকান)

উমা ও রাধার প্রবেশ)

উমা। বাগানটি বেশ নিরিবিলি জায়গায়।

রাধা। বাড়ীটে কি ছাই করেচে।

উমা। অন্ধকার হয়ে আসচে বাড়ী যাওয়া যাক্।

মুখর্জ্জী। (অলক্ষিতে বাহির হইয়া রাধার হাত ধরিয়া) ক্ষমা করবেন রাধারাণী, everything is fair in love and war.

রাধা। (হাত ছাড়াইয়া) শোফর! শোফর!

মুখর্জ্জী। শোফর যে আমার লোক। সেই তোমাদের এখানে এনেছে আমার জন্যে।

রাধা। এনেছে তা কি হয়েছে? তুমি কি কর্ত্তে পার? উমা এই দিকে আয় ত। এ পাজীকে একবার মেয়ে বুটের সোয়াদ চাখাই।

(পশ্চাৎ হইতে গ্যাণ্ডামলের উমাকে ধারণ, উমার চীৎকার করিয়া উঠা। মুখুজ্জের রাধাকে ধরিতে যাওয়া। মালির বেশে বিজয়ের প্রবেশ ও মুখুজ্জের মুখে ঘুষি মারা; গ্যাণ্ডা মলের পাগড়ী ফেলিয়া দিয়া নীচে ফেলিয়া মুখে সবুট পদাঘাত)

গ্যাণ্ডা। আরে তু কৌন হৈ ? গধেকা বাচ্চা হামারা সব দাঁত তোড় দিয়া। (থুঃ থুঃ থূঃ) উঃ ছোড়্ ছোড়্; তুঝ্‌কো বক্‌শীশ্ দেঙ্গে।

(মুখুজ্জের উত্থান ও বিজয়কে প্রহার। বিজয়ের পাগ্‌ড়ী পতন। গ্যাণ্ডা-মলকে ছাড়িয়া বিজয়ের মুখুজ্জের বক্ষে পদাঘাত; মুখুজ্জের পতন; মুখুজ্জের মুখে সবুট পদাঘাত; গ্যাণ্ডামলের উত্থান ও বিজয়কে ধারণ; উভয়ের পতন; গ্যাণ্ডামল নীচে। গ্যাণ্ডামলের গলা টিপিয়া বিজয় কর্ত্তৃক তাহার নাকে মুষ্ট্যাঘাত। গ্যাণ্ডামলের মূর্চ্ছা। মুখুজ্জের উত্থান ও বিজয়ের মস্তক লক্ষ্য করিয়া পদাঘাত। বিজয় কর্ত্তৃক মুখুজ্জের পা ধরিয়া তাহাকে ফেলিয়া দেয়া ও তাহার মুখে পদাঘাত। মুখুজ্জের মূর্চ্ছা।

বিজয়। আপনারা এইবার বাড়ী চলুন।

রাধা। বিজয় বাবু নাকি ? আপনি কি করে জানতে পাল্লেন ?

বিজয়। শোকর বিশ্বাসী লোক আমাকে বলে দিছ্‌লো।

রাধা। আপনি আমাদের এখানে আস্‌তে বারণ কল্লেন না কেন ?

বিজয়। তা হ'লে পাপের শাস্তি হ'ত না।

উমা। ওরা দুজনে যদি আপনাকে মেরে ফেল্‌তো ?

বিজয়। সে ভয় ছিল না।

রাধা। শাস্তি যথেষ্ট হয়েছে কি ?

বিজয়। দুজনের মুখে আর দাঁত নেই।

রাধা। বিজয় বাবু এক কাজ করুন ; দুজনকে পেছন থেকে হাতে হাতে বেঁধে রেখে যান।

উমা। যথেষ্ট হয়েছে, আর না ; চলুন বাড়ী যাই।

রাধা। আজ দিন বুঝে এডার নিমন্ত্রণ হ'ল।

বিজয়। সে নিমন্ত্রণ জাল, মুখুজ্জে তাঁকে সরাবার জন্যে পাঠিয়ে ছিল।

রাধা। তবে মুখুজ্জের মুখে একটা লাথি মেরে যাই।

উমা। (রাধাকে ধরিয়া) ক্ষেপেচিস। চল্ বাড়ী যাই।

রাধা। বিজয় বাবু আজ আপনি আমাদের বড় উপকার করেছেন।

বিজয়। আমি আপনাদের চাকর ; এ ত আমার কর্ত্তব্য।

রাধা। (মুখ ফিরাইয়া স্পষ্ট স্বরে) The same grovelling spirit)

(বিজয় ; উমা ও রাধার প্রস্থান)

গ্যাণ্ডামল। (জ্ঞান লাভ করিয়া) রাম রাম ! মার দিয়া জান্ সে। দাঁত এক নহীঁ রহা। হায় হায় (রোদন) কেঁও ময় ইস্ বদমাশকে কহ্‌নেমে আয়া। (উত্থান) ওঃ সারা বদন চূরা হো গয়া। কোই হড্ডী তো নহীঁ টূটী। (টিপিয়া দেখা) মালূম তো নহী হোতা। ইয়ে অভী বেহোশ পড়া হৈ। মর তো নহী গয়া সালা। (মুখুজ্যের নাকের কাছে হাত দিয়া) কুছ পতা নেহী চল্‌তা। য়হাঁ পানি ভী তো নহী।

(খর্জ্জীর জ্ঞানলাভ)

গ্যাণ্ডা। আরে উঠ্ঠো উঠ্ঠো। শহর যানা হৈ; ট্রেণকা ওয়ক্ত্ হো গয়া।

মুখর্জ্জী। ময় মর গিয়া। মেরা দম্ ঘুট্তা যাতা। মাষ্টার নে ছাতি পার লাথ মারা থা।

গ্যাণ্ডা। মাষ্টার কাহাঁ সে আয়া, উয়ো তো মালি থা।

মুখর্জ্জী। মালি কা ভেস্ বনায়া হুয়া থা। উস্কী পগ্ড়ী গির যানে সে ময় নে উস্কো পহ্চান লিয়া থা। ওঃ বাবা বুক গেল, মরে গেলাম। (রোদন)

গ্যাণ্ডা। অব্ চুঁ করনে কে কাবিল নহীঁ রক্ষা। দাঁত তোড়োয়া কর খামোশ[১] বৈঠ্না পড়ে গা। উট্ঠো অব্; চলো ভী।

মুখর্জ্জী। ময় তো মর গিয়া। তুম্ ইস্কা বদ্লা[২] জরুর লেনা। কিসী তরহ্ হো উস্কো ফসানা।

গ্যাণ্ডা। ইস্ মে ক্যা মুস্কিল হৈ। অব্ তুম্ চলোতো সহি।

মুখর্জ্জী। (চলিয়া যাইতে যাইতে পড়িয়া যাওয়া) হ্মকো জরা পকড়কে লে চলো; চলা নেহীঁ যাতা হম্ সে।

গ্যাণ্ডা। জরা হিম্মৎ করো সাহেব। জওয়ান আদমী হো।

[মুখুজ্জেকে ধরিয়া লইয়া প্রস্থান।

১ নিস্তব্ধ। ২ প্রতিশোধ

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

উমার ড্রয়িং রুম।

(উমা, রাধা, এডা।)

রাধা। কতগুলি লোক জমা হয়েছিল তোমাদের মীটিংএ কাল ?

এডা। আর কেহ নয়, কেবল আমি।

রাধা। তুমি কি বল্লে ?

এডা। আমি আর্দ্দালির হাতে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইয়া দিলাম। সাহেব স্বয়ং বাহিরে আসিয়া আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম অন্য কেহ আসেন নাই কেন, তিনি কোনও কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। আমাকে ডিনারে বসিতে অত্যন্ত অনুরোধ করিলেন; অগত্যা আমাকে বসিতে হইল। আসিবার সময় তোমাদের নাম করিয়া একশত টাকার একখানা নোট দিয়া আসিলাম।

উমা। খুব ভাল করেছ।

[এডার প্রস্থান।

রাধা। দেখ্‌লি উমা; সাহেবরা কেমন সভ্য! এডাকে জান্‌তেই দিলে না যে নিমন্ত্রণটা ফাঁকি। আমাদের দেশী লোক হ'লে ওকে নিয়ে কত ঠাট্টা তামাসা কত্তো।

উমা। ওদের কাছে শিখবার আমাদের অনেক বিষয় আছে। এ ব্যাপারটাতে তোর বোধ হয় অনেক শিক্ষা হয়েছে।

রাধা। কি রকম ?

উমা। মাষ্টার মশাই বড় হীন, বড় ভীরু, না ?

রাধা। ভীরু না হ'তে পারে, কিন্তু হীন নিশ্চয়ই।

উমা। কিসে হীন ?

রাধা। আমি যখন ধন্যবাদ দিলাম কি বলেছিল মনে নেই ?

উমা। ওটা বিনয় ; উনি ত আমাদের চাকর নন্ ?

রাধা। মাসটি পূরো হ'তেই ত পুঁটী মাছ গোণা করে টাকা গুণে নেবে, চাকর নয় কেন ?

উমা। তুই বুঝি এখন থেকে সেই কথা ভাবচিস ?

রাধা। না, আমি ওর ঘরের কথা ভাবচি।

উমা। হাঁ, তারিণীবাবুর ছেলেটি কেমন আছে দেখলি ?

রাধা। তার হাম হয়েচে ; গা ময় চাকা চাকা লাল লাল বেরিয়েছে। ডাক্তারবাবু বল্লেন আর ভয়ের কারণ নেই।

উমা। তারিণীবাবুর স্ত্রীকে কেমন দেখলি ?

রাধা। স্কুল মাষ্টারের স্ত্রী যেমন হ'তে হয়।

উমা। কি রকম ?

রাধা। আমাকে দেখেই "তুমি" "তুমি" করে কথা আরম্ভ কল্লেন।

উমা। তোর চেয়ে তিনি বয়েসে ঢের বড়, আবার কি বল্‌বেন ?

রাধা। তিনি কি আমার সমকক্ষ ?

উমা। আমাদের মেয়েদের যে hierarchy ; এতে সকলের পদবী সমান। একজন মেথরাণীও বাড়ীর কর্ত্রীকে তুমি বলে ডাকে।

রাধা। থাম্ তোর কাছে আমি লেক্‌চর শুন্‌তে আসি নি।

উমা। লেক্‌চর শুন্‌বার দরকার ত নেই, জানিস সবই। ঐ স্কুল মাষ্টারের গন্ধ আছে কি না ; ধূনোর গন্ধর মত মনসাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। আর কি কি দেখলি ?

রাধা। আমি ছেলেটিকে দেখ্‌চি, এমন সময় মাষ্টারণী মাষ্টারের গলার আওয়াজ শুন্‌তে পেলেন। "তবে আসি" বলে আমি তাড়া তাড়ি একটা পাশের ঘরে ঢুকে পড়লাম।

উমা। হঠাৎ এমন পর্দ্দার সৃষ্টি কেন ?

রাধা। মাষ্টারণীর কাছে পর্দ্দা ফাক্‌ই বা করি কেন ?

উমা। তার পর বুঝি চলে এলি ?

রাধা। দাঁড়া, এখনই যাব কি ? দিব্যি একটি ফুটোর সন্ধান করে দেখ্‌লাম স্বামী স্ত্রীর কি রকম কথা বার্ত্তা হয়।

উমা। এই বুঝি তোর ভদ্রতা !

রাধা। থাম থাম্ মেয়ে মানুষ মাত্রেই ও কায করে থাকে।

উমা। মেমেরা করে না।

রাধা। সে বই এ। ও সব বাজে কথা শুনিস কেন ? তার পর কর্ত্তা গিন্নিকে আলিঙ্গন করে চুমু খেলেন ; গিন্নির পেটে ক্ষিধে, মুখে লজ্জা, বল্লেন "কর কি কর কি. তোমার কি চিরকাল এক রকম

যাবে।” অর্থাৎ ঐরূপ নিত্যই হয়। তার পর গিন্নি কর্ত্তার জুতোর ফিতে খুলে জুতো খুলে, মোজা খুলে দিয়ে, হাত পা ধোবার জল দিলেন, তারপর জল খাবার দিলেন, আকের টিক্‌লি গোল্ গোল করে কাটা, একটি বড় পেড়া, খান কতক আলু ভাজা. চার খানি ছোট ছোট লুচি, এক গ্লাস জল, দুটি পান। তার পর নিজেই তামাক সেজে এনে কর্ত্তাকে দিয়ে, আমার খাবার কথা পাড়লেন। রোমান্স শেষ হয়ে গেল দেখে আমি বিজয় বাবুর ঘরে গিয়ে বস্‌লাম।

উমা। তারিণী বাবুর স্ত্রী শুনেচি বড় মানুষের মেয়ে, গরীবের বাড়ী কিছু অসুখে আছেন বোধ হ’ল ?

রাধা। না ভাই। ছেলের অসুখ, তবু যেন বোধ হ’ল ওরা aggressively happy.

উমা। দরিদ্রের কুটীরে স্বর্গের সুখ, তাই নাকি ?

রাধা। সেই রকমই বোধ হ’ল ?

উমা। আসল যা দেখবার জন্যে গেলি, তা কি রকম দেখলি ?

রাধা। কি দেখবার জন্যে গেলাম আবার ?

উমা। The school master's home.

রাধা। তুই কি রকম আন্দাজ কচ্চিস বল দিকি।

উমা। বেশ পরিস্কার ঘরটি; অল্পর মধ্যে বেশ সাজান। দু এক খানা ল্যাণ্ডস্কেপের ছবি, একটী ছোট গ্লাস কেসে কতকগুলি বাছা বাছা বই, একখানি নেয়ারের খাটে ধপ্ ধপে বিছানা একটি ছোট টেবিল, একখানি চেয়ার।

রাধা। তুই কোনও দিন গিইছিলি নাকি ? অমন ঠিক ঠিক বর্ণনা কি করে কল্লি ?

উমা। ওঁকে দেখে মনে হয় উনি ভদ্রভাবে থাকেন।

রাধা। বই কি কি আছে বল্।

উমা। ইংরিজী পদ্য, খান কতক বাছা বাছা নভেল, আর খান্ কতক সায়ান্সের বই।

রাধা। তুই দেখ্‌চি জান্।

উমা। জান্ না ডান্ ?

রাধা। জান্‌ও নয় ডান্‌ও নয় ; তুই যদি দশ বছর ধরে তোর কল্পনার লাগাম ছেড়ে দিস তবু বল্‌তে পারবি নে।

উমা। বড়ই ময়লা, বড়ই দুর্দ্দশা বুঝি ?

রাধা। আমাদের এখানকায় বাসার কথা ছেড়ে দে। দেশের বাড়ীরও কোনও ঘর অমন সুন্দর সাজান কিনা বল্‌তে পারিনে।

উমা। ঠাট্টা কচ্চিস ?

রাধা। মাইরি বলচি, সাজান শুধু সুন্দর নয় ; জিনিস গুলো দামী। ওর বই দেখে অবাক হয়ে গেছি। তোর সব সখের বই আছে ; শেক্সপিয়র, টেনিসন, মোলিয়র, এমার্স‌ন, জর্জ এলিয়ট, শেরিড্যান, ব্রন্টি, জেন অষ্টেন ; আমিয়েল ; জর্জ স্যাণ্ড, কেম্পিস, গীতা।

উমা। তুই কি মনে করিস আমরা যা পড়িছি উনি তাও পড়েন নি ?

রাধা। আমরা কি মোলিয়র, ভিক্টর হিউগো, বিয়ার্গ্‌সঁ, ফরাসী

ভাষায় পড়িছি ; না হাইনা শিলর কাণ্ট গায়টা জার্ম্মানে পড়িছি ; না দান্তে ইটালিয়ানে পড়িচি ?

উমা। তাই না কি ?

রাধা। শুধু তাই, ওর একখানা ডাইরী দেখ্‌লাম তাতে প্যারিস, রোম, ভেনীস, জেনীভা, বর্লিন, লণ্ডন, শিকাগো থেকে লেখা রয়েছে।

উমা। ঐ সব জায়গা দেখে থাক্‌বেন। কথা কইলেই বোধ হয় উনি অগাধ পণ্ডিত।

রাধা। তুই জহুরী কিনা জহর চিনিছিস্‌, আমি আনাড়ী চিন্‌তে পারি নি।

উমা। বিজয়বাবু টের পাবেন, যে তুই তাঁর ঘরে অনধিকার প্রবেশ করেছিলি।

রাধা। আমি ডাক্তারবাবুকে দিব্যি দিয়ে বারণ করেচি, বল্‌তে।

উমা। দিব্যি ত দিবিই। একটা ভাল কায কত্তে গিইছিলি সেটা যে গোপন করা চাই।

রাধা। হাঁ একজনের ঘরে অনধিকার প্রবেশ, আর একজনের ঘরে আড়ি পাতা, দুটোই খুব ভাল কায।

উমা। যে বাড়ীতে এত গুলি ছেলের হাম হয়েছে সেখানে এক গরীব মাষ্টারের ছেলেকে দেখ্‌তে যাওয়া খুব মন্দ কায।

রাধা। দেখ্‌তে ত আগে তুইই যেতে চেয়েছিলি এড়া তোকে যেতে দিলে না, তাই আমি গেলাম। তা ছাড়া আমার ও উদ্দেশ্যই ছিল না।

উমা। তা কেন থাক্‌বে, চল্ চুল বাঁধি গে।

[উভয়ের প্রস্থান

(প্রমথ ও বিজয়কৃষ্ণের প্রবেশ)

বিজয়। আজ আপনি দুপর বেলা আমার ঘরে গিছ্‌লেন কি?

প্রমথ। (হাসিয়া) কেন বলুন দিকি?

বিজয়। আমার বইগুল কে নেড়েছে বোধ হ'ল।

প্রমথ। হ'তে পারে, কোনও বই নিয়ে পড়েছিলাম, হাসচেন যে?

বিজয়। চুরী ধরা পড়েচে। আপনাকে যেমন সতর্ক করা হয়েছে, তারিণীবাবুকেও করা উচিত ছিল। কতক্ষণ তিনি সেখানে ছিলেন?

প্রমথ। এক ঘণ্টার উপর।

বিজয়। হঠাৎ আমার ঘরের উপর এমন অনুগ্রহ হ'ল যে?

প্রমথ। ঘরের মালিকের প্রতি হয়ে থাক্‌বে।

বিজয়। সে ত রোজই হয়। আমি বল্‌বো? School master's den কি রকম দেখ্‌বার কৌতূহল হয়ে থাক্‌বে।

প্রমথ। স্কুল মাষ্টারের উপর টান না হ'লে কি তার বাসার উপর টান হয়?

বিজয়। কৌতূহলটা জুয়লজিক্যাল, ব্যক্তিগত নয়।

প্রমথ। আপনার গুহা দেখে হয় ত কিছু ভক্তি হয়ে থাক্‌বে।

বিজয়। আপনি মোটরে কোথা বেরিয়েছিলেন?

প্রমথ। মুখুজ্যের বড় অসুখ; তাকে দেখ্‌তে সিটীতে গিইছিলাম।

বিজয়। কি অসুখ ?

প্রমথ। বল্লে গাড়ী চাপা পড়েছিল। দাঁত অনেক পড়ে গেছে; পাঁজরের দুখানা হাড়ের জোড় খুলে গেছে।

বিজয়। মরবার ভয় ত নেই? দেখবেন ডাক্তারবাবু। লোকটা বাঙ্গালী, বিদেশে পড়ে আছে, আপনি না দেখলে ওর গতি নেই।

প্রমথ। চেষ্টার ত্রুটি কর্চ্চিনে। তার অসুখ শুনে উমা দেবী আমাকে বলেছেন তাঁর মোটর নিয়ে যেন আমি রোজ অন্তত দুবার তাকে দেখে আসি। লোকটা কিন্তু তাঁর দয়ার উপযুক্ত নয়। কোথাও বদ্‌মাইসী কত্তে গিয়ে মার খেয়ে এসেচে। গাড়ী চাপা পড়ার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

বিজয়। মেডিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্সের গাড়ী চাপার লক্ষণের সঙ্গে মেলে না বুঝি ?

প্রমথ। চাকার দাগ আর জুতোর দাগ ত একরকম নয়।

বিজয়। তাকে নর্স করবার কেউ লোক আছে ?

প্রমথ। তার পুঁজির মধ্যে এক মুসলমান চাকর আর এক মুহুরী।

বিজয়। লোকটা যে বেঘোরে মারা পড়বে।

প্রমথ। উমা দেবী যে তাঁকে দেখ্‌তে যাবার জন্য ভারী ব্যস্ত হয়েছিলেন।

বিজয়। উমাদেবীর মনটি বড় উচু, না ?

প্রমথ। আমি ত গোড়াতেই বলিচি, রূপে গুণে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।

বিজয়। ভুলে গিছলাম। উমাদেবী লক্ষ্মী; রাধারাণী উর্ব্বসী, বা মদ।

প্রমথ। কোনওটাই নয়। উনি সরস্বতী। কখনও তুষ্ট কখন তুষ্ট। তুষ্ট কেবল আপনার বেলায়, আর কারও কাছে নয়।

বিজয়। শুন্‌লাম ছাউনিতে অনেক লোক মচ্চে।

প্রমথ। হাম হয়ে অনেক ছোট ছেলে মেয়ে মারা যাচ্চে; আমি উঠি, আমাকে অনেক জায়গায় যেতে হবে। [প্রস্থান।

(উমা ও এডা টেম্পলের প্রবেশ)

এডা। আপনি নাকি অনেক ফিলজফি পড়েন ?

বিজয়। কে বল্লে ?

এডা। শুনিচি কারও কাছে।

(অলক্ষিতে রাধার প্রবেশ ও ঘূর্ণ্যমান পুস্তকাধারের পার্শ্বে উপবেশন)

এডা। পাপ পুণ্য সম্বন্ধে ফিলজফারদের কি মত ?

বিজয়। নানান্ মুনির নানান্ মত। প্লেটো বলেন—

উমা। দাঁড়ান রাধাকে ডেকে আনি।

বিজয়। কি হবে তাঁকে ডেকে ? তিনি ত পড়েন না, পড়া নিয়ে খেলা করেন। প্লেটো বলেন জগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে ঈশ্বরের idea অর্থাৎ কল্পনাটি perfect নিখুঁৎ; কিন্তু সেই আইডিয়ার

উপলব্ধিতে অনেক খুঁৎ হয়ে পড়েচে, ঐ খুঁৎ থেকে পাপের উৎপত্তি হয়েছে। লৈব্‌নীজ বলেন নিখুঁৎ জগৎ হওয়া অসম্ভব। আমাদের জগৎ best নয়, best possible. Gnosticরা বলেন শয়তানই জগতের সৃষ্টিকারক, ঈশ্বর যীশুর দ্বারা ক্রমে জগৎ থেকে পাপ দূর করাচ্ছেন। পার্শীদের থিয়রী এর বিপরীত ঃ ঈশ্বর জগৎকে নিখুঁৎ করে সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু আহ্রীমান তাতে পাপ ঢোকালেন। এরিষ্টটল বলেন জগতে এমন কোনও জিনিষ নেই, যার utility নেই। পাপ যখন আছে, পাপ থাকার প্রয়োজন আছে।

এডা। আপনার মতে কার কথা সত্য ?

বিজয়। এরিষ্টটলের। বৈসদৃশ্য (likeness and unlikeness)ই হচ্চে জগতের রীতি। এই বৈসদৃশ্য না থাক্‌লে আমরা অজ্ঞান থাক্‌তাম। জগতের সব জিনিষেরই যদি এক রঙ হ'ত, রঙ না থাকারই সমান হ'ত। যে চিনি ভিন্ন জন্মে অন্য কিছু খায়নি, তার কাছে চিনি মিষ্টি লাগে না। যদি কেউ আজন্ম দিবারাত্রি নায়াগ্রার জলপ্রপাত শুনে যায় ঐ ভয়ঙ্কর গর্জ্জনও তার কাছে গভীর নিস্তব্ধতার সমান হবে। যে শারীরিক যন্ত্রণা কি তা জানে না, সে শারীরিক সুখ কি তাও জানে না। যে পাপ কি, না জেনেছে, সে পুণ্য কি, জান্‌তে পারে না। যেমনই কেন সুখের স্বর্গ কল্পনা করুন না সেখানে দুঃখ থাকা চাইই চাই ; যেমনই কেন সত্যযুগ হ'ক না, তাতে পাপের অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী। যেমন সত্য মিথ্যা, আলো অন্ধকার, তেমনি পাপ পুণ্য ; একটা বল্লে আর একটা বুঝ্‌বেই।

(পশ্চাৎ হইতে রাধার প্রস্থান ও প্রকাশ্যভাবে প্রবেশ)

রাধা। কেমন আছেন বিজয়বাবু ?

বিজয়। (না উঠিয়া) মন্দ কি ?

রাধা। আমি পড়ি না ; পড়া নিয়ে খেলা করি।

বিজয়। লুকিয়ে শুন্‌লে অনেক সময় অপ্রিয় সত্য কথা শুন্‌তে হয়।

রাধা। লুকিয়ে শোনা স্ত্রীলোকের privilege.

বিজয়। শিক্ষা দেয়া শিক্ষকের duty.

রাধা। Back biting কি শিক্ষা ?

বিজয়। আপনি যখন এইখানে এসে বসেছিলেন আমি দেখতে পেয়েছিলাম, এক ঢিলে দুটো পাখী মাল্লাম।

রাধা। কি কি ?

বিজয়। দম্ভ আর আড়িপাতা রোগ।

রাধা। আপনাকে শিক্ষকের পদ কে দিলে !

বিজয়। তুমি।

(উভয়ের উভয়ের দিকে তীব্রদৃষ্টি। রাধার দৃষ্টি পতন)

এডা। উমা তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

[উমার সহিত প্রস্থান।

রাধা। আমি ত তোমার কাছে পড়িনে, উমা পড়ে।

বিজয়। তুমি যখন শোনো, তুমিও পড়।

রাধা। আর শুনবো না। Don't presume to call me your pupil again.

বিজয়। বেশ বল্‌বো না।

রাধা। আর কখনও আমাকে "তুমি" বল্‌বেন না।

বিজয়। তুমি আমার চেয়ে সব বিষয়েই ছোট, তোমাকে তুমি বল্‌বো না ত কি বল্‌বো ?

রাধা। তবে যে সে দিন বলেছিলেন আপনি আমাদের চাকর ?

বিজয়। সে কথার তুমি মানে বুঝতে পার নি, তাই আজ অন্য রকম কথা কচ্চি।

রাধা। এ রকম কথা কইলে আর আপনার এখানে আসা সম্ভব হবে না।

বিজয়। তা জানি।

রাধা। আপনার অর্থাভাব হবে না ত ?

বিজয়। সে জন্যে তোমার মাথা ব্যথা কেন ?

রাধা। অর্থের লোভেই ত এসেছেন এখানে।

বিজয়। এত দিন কি উপোশ করে ছিলাম ?

রাধা। মাইনের কথা বল্‌চিনে। বড় একটা দাঁও মারবার চেষ্টায়।

বিজয়। আপনাকে বিয়ে করে ?

রাধা। সত্য বল্‌বেন আপনার মুখ্য উদ্দেশ্য কি তাই ছিল না ?

বিজয়। হয় ত এক আধবার সে ইচ্ছা হয়েছিল; এখন আর মোটেই নেই।

রাধা। কেন ?

বিজয়। সত্য উত্তর দিলে কিছু কঠোর হবে।

রাধা। হয় হ'ক আপনি সত্যই বলুন।

বিজয়। You are mercenary arrogant and capricious. যার অর্থ নেই সে তোমার চক্ষে মানুষই নয়। ভদ্র-লোকের ছেলে তোমার বাড়ী শিক্ষকতা কত্তে এলে তোমার কাছে বেয়ারারও অধম হয়। তোমার—

রাধা। চুপ করুন। ভদ্রস্ত্রীলোকের সঙ্গে ভদ্রলোকে ওরকম করে কথা কয় না।

বিজয়। Mere moneyকে আমি ভদ্রস্ত্রীলোক বলিনে।

রাধা। তবে আমার admirer হয়েছিলেন কেন ?

বিজয়। যে জন্যে পতঙ্গরা বহ্নিপ্রবেশ করে।

রাধা। অর্থাৎ mere beautyকে আপনি admire করেছিলেন।

বিজয়। কতকটা ঐ রকমই বটে। কথাটার সত্যি জবাব দেব ?

রাধা। যখন সব কথা পষ্টাপষ্টি হচ্চে, ওটাই না হয় কেন ?

বিজয়। এক একবার আমার মনে হ'ত, তোমার দোষ গুল কেবল বাহ্য ; তোমার ভিতরে সোণার খনি আছে।

রাধা। এখন সোণার যায়গায় কেবল পাথুরে কয়লা পেলেন বুঝি ?

বিজয়। সে সোণার খনির কায চালাবার জন্যে অনেক সোণার দরকার, গরীব গুর্ব্বর কর্ম্ম নয়।

রাধা। আপনি ঠিক অনুধাবন করেচেন।

[বিজয়ের প্রস্থান।

রাধা। (চক্ষু ঢাকিয়া) কি অপমান, কি ঘৃণা! যে আমাকে একদিনের জন্যেও দেখেছে, তার চোখেও আমার দোষ গুল হিমালয়ের মত বড় দেখায়।

(চক্ষু খুলিয়া) কিন্তু এত যে গালাগালি দিলেন তাতে ত আমার রাগ হয়নি আজ। যাক্ আর ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হবে না।

উমার প্রবেশ।

উমা। ওঁকে বিদেয় কল্লি বুঝি। মুখ ভার করে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেলেন যে?

রাধা। না ভাই আমি ওঁকে তাড়াই নি। উনিই আমাকে যা মুখে এসেছে তাই বলে গালাগালি দিয়েছেন।

উমা। কি রকম?

রাধা। আমি mercenary, arrogant, capricious.

উমা। বড় অন্যায় ওঁর, আমি ওঁকে ভাল বলেই জান্‌তাম।

রাধা। তুই যতটা দোষ মনে কচ্চিস ততটা নয়; আমি বলেছিলাম ওঁকে আমার দোষের বর্ণনা কত্তে।

উমা। (হাসিয়া) আজ আর ওঁতে হীনতা দেখতে পাস নি?

রাধা। সে খোলশ একেবারে ফেলে দিয়েছে।

উমা। আজ তা হলে তোর ওঁকে পছন্দ হয়ে থাক্‌বে। তুই যেমন masterful woman উনি তেমনই masterful man.

রাধা। আমি overmastered হয়ে গিছি।

উমা। তাই হ'বার দরকার ছিল।

রাধা। না ভাই! সেদিন মল্‌কোর সঙ্গে যুদ্ধ করেও এমন হয় নি; মাথা ধরে উঠেছে, গলায় ব্যাথা হয়েছে, ঘাড় কন্‌ কন্‌ কচ্চে।

উমা। ডাক্তার বাবুকে ডাক্‌তে পাঠাই?

রাধা। ডাক্তার ডাক্‌বে না হাতী। চল্‌ মোটরে একটু বেড়িয়ে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রাধারাণীর শয়নকক্ষ।

রাধা শয্যায় শয়ানা। এক পার্শ্বে উমা, অপরপার্শ্বে প্রমথ ও বিজয়।

উমা। কি হবে ডাক্তার বাবু! রাধাকে কি বাঁচান যাবে?

প্রমথ। হাম জ্বর হয়েছে, ভয়ের বিশেষ কারণ নেই।

বিজয়। সেদিন তারিণীবাবুর ছেলেকে দেখ্‌তে গিয়েই তবে রোগ নিয়ে এসেছেন।

রাধা। (প্রলাপে) দস্তু আর আড়িপাতা রোগ এক ঢিলে দুই মরেচে।

উমা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) ডাক্তার বাবু ও ভিন্ন আমার আর কেউ নেই, ওকে বাঁচান।

প্রমথ। ভয় নেই; হাম জ্বরে ও রকম হয়ে থাকে। আপনাদের সঙ্গে দাসী ক'জন আছে ?

উমা। দু'জন বই ত এখানে আসে নি।

বিজয়। এখানে নর্স পাওয়া যাবে না ?

প্রমথ। না।

উমা। নর্সে কায নেই, আমিই ওর কাছে থাকবো।

প্রমথ। মিসেস্ টেম্পল আছেন।

উমা। অন্য কোনও অসুখ হ'লে তিনি দিন রাত সেবা করেন। কিন্তু ছোঁয়াচে ব্যাম হ'লে বড় ভয় পান।

রাধা। (প্রলাপে) ছুঁলি আমাকে পাজী! প্রাণে ভয় নেই ?

উমা। ডাক্তারবাবু কোনও ওষুধ টষুধ দিন, অসুখ যে বেড়েই যাচ্চে।

বিজয়। আজ রাত্তিরে ওঁর কাছে থাক্‌বার কি ব্যবস্থা হবে ?

প্রমথ। আমিই থাক্‌ব।

বিজয়। সমস্ত রাত্রি ?

প্রমথ। তা আর কি হয়েচে ?

বিজয়। তার চেয়ে আপনি এখন ঘুমুন গে; আমি বসে থাকি। শেষ রাত্তিরে আপনি আসবেন।

প্রমথ। আমার সন্ধ্যাবেলা ঘুমনো অভ্যাস নেই, আপনি বরং ঘুমুন গে, শেষ রাত্তিরে আসবেন।

উমা। আপনাদের দুজনেরই এই বাড়ীতে বিছানা করে দিতে বলি, খাওয়াও এইখানে হবে। আপনারা কাছে থাক্‌লেই আমি সাহস পাব। রাত্তির আপনাদের কাউকে জাগতে হবে না।

প্রমথ। আপনার শরীর দুর্ব্বল। আমরাই ওঁর কাছে থাকবো।

বিজয়। আমার জন্যে তারিণী বাবুর স্ত্রী বসে থাক্‌বেন, আমি শীগ্‌গির খেয়ে আসি; আপনার বাসায়ও খবর দিয়ে আসি। উমা-দেবী ঘুমুন্ গে।

[প্রস্থান।

উমা। আমি ঘুমুব আর আপনারা রাত জাগ্‌বেন তা হ'তেই পারে না।

রাধা। (প্রলাপে) বেশ বর ত তুমি ডাক্তার! আমরা রাত জাগ্‌চি আর তুমি ঘুমুতে যাবে? (উমা ও প্রমথর চখোচোখি হওয়া, উভয়ের অত্যন্ত লজ্জা)

প্রমথ। আপনি বসুন একটু; আমি একটা ওষুধ তৈয়ের করে আনি।

[প্রস্থান।

উমা। কি লজ্জা! উনি হয় ত মনে করবেন আমরা দুজনে ঐ সব কথা বলাবলি করি।

(এডা টেম্প্‌লের প্রবেশ)

এডা। কেমন আছে রাধা ?

উমা। ওর হাম হয়েছে।

এডা। হাম্‌ ত measles ? সে যে ভারী সংক্রামক ব্যাধি, তুমি এখানে থাকিয়ো না। চল আমরা ওঘরে যাই।

উমা। আপনি যান্‌। এঁরা কেউ এলে আমি উঠে যাব।

এডা। অধিক বিলম্ব করিয়ো না।

[প্রস্থান।

(ঈষৎ হাসিয়া উমার রাধার মাথায় হাত বুলান)

(বিজয়ের প্রবেশ)

উমা। এর মধ্যে আপনার খাওয়া হয়ে গেল।

বিজয়। আমার বাসা ত বেশী দূর নয়। আর ত প্রলাপ হয়নি ?

উমা। ক্ষাণিকক্ষণ হয়নি।

বিজয়। আপনি শুন্‌গে এইবার, আমি বসে আছি।

রাধা। (প্রলাপে) বসুন বসুন মাষ্টার মশাই। আমি আপনার ছাত্রী, আমার কথায় কি রাগ কত্তে আছে ?

বিজয়। আমি সেদিন ওঁর মনে বড় কষ্ট দিয়েছি।

উমা। হুঁ ! আপনার কথায় ও মনে বড় আঘাত পেয়েছিল, তখনই জ্বর এল। ও মুখে কটূ কটে কিন্তু ওর মন বড় ভাল।

বিজয়। আমি বুঝ্‌তে পারিনি। উনি লোককে দেখিয়ে বেড়ান উনি মানুষ ভাল নয়। অন্য লোকের ঠিক উল্টো।

উমা। ও কি জানে, ও কি? এ ক'দিন থেকে ওর বুলি হয়েচে ও বড় mercenary.

রাধা। (প্রলাপে) mercenary, arrogant, capricious.

বিজয়। (কপালে করাঘাত করিয়া) ওঃ কি অন্যায়ই করিচি।

রাধা। (প্রলাপে) বড় অন্যায় তোমার ওরকম নিজেকে ছোট মনে করা।

উমা। রাধা সেদিন বল্‌ছিল আপনি অনেক দেশ বেড়িয়েছেন, অনেক ভাষা জানেন।

বিজয়। উনি আমাব বাসায় গিছ্‌লেন, তারিণীবাবুর কাছে শুনিচি।

রাধা। (প্রলাপে) তারিণীবাবু is aggressively happy.

বিজয়। ও কথার মানে কি?

উমা। ওর আগে বিশ্বাস ছিল টাকা না থাক্‌লে সুখ হয় না। সেদিন তারিণীবাবুর বাড়ী গিয়ে সে বিশ্বাসটা গেছে।

বিজয়। উনি শৈশব থেকেই ধনীর বাড়ী আছেন; দারিদ্র্যের অতিরঞ্জিত বর্ণনা নাটকে নভেলে পড়ে ভয় পেয়ে থাক্‌বেন।

উমা। হাঁ, দাদা চলে যাবার পরই ও আমাদের বাড়ী এসেছিল।

বিজয়। আপনার দাদা আছেন নাকি ?

উমা। হাঁ।

বিজয়। কোথায় তিনি ?

উমা। তিনি আজ দশ বৎসর দেশত্যাগী।

বিজয়। তাঁকে মনে পড়ে আপনার ?

উমা। বেশ মনে পড়ে। তিনিই যে আমাকে মানুষ করে-ছিলেন। খুব ছোট বেলা আমার মা মারা যান।

বিজয়। এই দশ বৎসরে তিনি কোনও চিঠিপত্র লিখেছেন ?

উমা। না।

বিজয়। তবে তিনি নেই বোধ হয়।

উমা। বালাই ষাঠ !

বিজয়। তিনি দেশত্যাগী কেন হন্ ?

উমা। আমার জন্যেই তিনি দেশান্তরী হয়েছেন।

বিজয়। কি রকম ?

উমা। আমার বিমাতা আমাকে একদিন হতভাগী বলেছিলেন, দাদা তাঁকে উল্টে হতভাগী বলেন। তাই বাবা তাঁকে মেরেছিলেন।

বিজয়। তাঁর তখন বয়েস কত ছিল ?

উমা। আঠার বছর পূর্ণ হয়েছিল। তাই ত তিনি মার স্ত্রীধনের তাঁর অংশ লক্ষ টাকা বাবার কাছ থেকে জোর করে আদায় করে নিয়ে চলে গেলেন। আর এলেন না। (চক্ষু পোঁছা)

বিজয়। তাঁর নাম কি ছিল ?

উমা। হরেন্দ্রনাথ।

বিজয়। ক' বছর তাঁর সন্ধান নেই ?

উমা। দশ বছর।

বিজয়। তবু আপনি আশা করেন তিনি বেঁচে আছেন ?

উমা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) তিনি ফিরে আসবেন সেই আশায় আমি বেঁচে আছি।

বিজয়। তিনি ফিরে এলে ত আপনার বিষয় তিনি পাবেন।

উমা। তাঁর বিষয় তিনি ভোগ ক'ল্লেই আমার ভোগ হবে ; নইলে ও বিষয় আমার চক্ষুশূল।

বিজয়। (উমার মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টি করিয়া) ডাক্তার বাবুটি বেশ লোক না ?

উমা। (সলজ্জ ভাবে) হাঁ।

বিজয়। ও বেচারার এখানে সুবিধে হচ্চে না। ওঁকে আপনাদের ফ্যামিলী ডাক্তার করে দেশে নিয়ে যান্ না।

উমা। (অত্যন্ত লজ্জিত ভাবে) উনি স্বাধীন ব্যবসা ছেড়ে যেতে সম্মত হবেন কেন ?

বিজয়। আমি যদি সম্মত করাতে পারি ?

উমা। তাতে যে ওঁর অপমান হবে।

রাধা। (প্রলাপে) আপনাকে অপমান করবার অভিপ্রায় আমার ছিল না, বিজয় বাবু।

বিজয়। (রাধার হাত নিজের হাতে লইয়া) উঃ কি গরম! ডাক্তার বাবুর এত দেরী হচ্চে কেন ?

(প্রমথর প্রবেশ)

বিজয়। এত দেরী হ'ল যে ?

প্রমথ। একটী ছেলের এই রকম হাম হয়ে ডিলারিয়ম হয়েছে, তাকে দেখে এলাম।

বিজয়। বাঙ্গালী, না, এদেশী ?

প্রমথ। পূরবীয়া ঘেসেড়ার ছেলে।

বিজয়। ফী অবশ্য দেয় না ?

প্রমথ। বাঃ, ফী কোথা থেকে দেবে ?

বিজয়। ওষুধের দাম ?

প্রমথ। ভারী ত দাম।

বিজয়। আজকাল যে ওষুধের দাম অনেক বেড়ে গেছে।

প্রমথ। উনি আর প্রলাপ বকেছিলেন ?

উমা। মাঝে মাঝে বকৃচে বই কি।

প্রমথ। এঁরও putrid typo এর measles দেখ্‌ছি। নাক দিয়ে খানিক রক্ত বেরিয়ে জ্ঞান হবে।

বিজয়। আচ্ছা ডাক্তারবাবু আপনি ত এখানে কারও কাছে ফী নেন না ; অম্বালা বেশী পশার হবার মত জায়গাও নয়। এর চেয়ে দেশে গিয়ে কায আরম্ভ করুন না।

প্রমথ। অনেক টাকার দরকার যে। আমার অবস্থা ত সে দিন সব আপনাকে বলিছি।

বিজয়। কোনও বড় জমীদারের বাড়ী চেষ্টা কল্লে ফ্যামিলী ডাক্তার হতে পারেন।

প্রমথ। (ঘাড় হেঁট করিয়া) আমি একলা মানুষ। টাকার তেমন বিশেষ দরকার নেই। এক রকম চলে ত যাচ্চে।

বিজয়। এই মনে করুন না, এঁদের বাড়ী যদি ফ্যামিলী ডাক্তার হন্।

প্রমথ। ও কথা বল্‌বেন না বিজয় বাবু! ওঁদের সঙ্গে কি আমি দেনা পাওনার সম্বন্ধ কত্তে পারি!

বিজয়। আপনি এঁদের কাছেও ফী নেবেন না নাকি?

প্রমথ। তাও কখনও কেউ নিতে পারে?

বিজয়। এঁরা ত afford কত্তে পারেন।

প্রমথ। আমি নিতে afford কত্তে পারি নে।

বিজয়। ইনি যে কুণ্ঠিত হবেন।

প্রমথ। আমার বিশ্বাস আছে হবেন না।

বিজয়। কি বলেন?

উমা। আমি ফী দিয়ে কি ওঁর অপমান কত্তে পারি?

বিজয়। ফী দিলে কি ডাক্তারদের অপমান হয়?

উমা। উনি যা কচ্চেন তার শোধ কি টাকায়—

বিজয়। থেমে গেলেন যে?

উমা। (ঘাড় হেঁট করিয়া নিরুত্তর)

বিজয়। কেউ ডাক্তার বাবুর ঋণ শোধ করে, ডাক্তার বাবু সেটা ভালবাসেন না।

রাধা। (প্রলাপে) ডাক্তার ভেব না, উমা তোমাকে ভাল বাসে।

[উমার প্রস্থান।

বিজয়। ডাক্তার বাবু দৈববাণী শুন্‌লেন ?

ডাক্তার। উনি দুষ্ট সরস্বতী যে।

বিজয়। আজ কিন্তু দুষ্ট নয়।

ডাক্তার। যিনি দুরাশার সৃষ্টি করেন, তিনি দুষ্ট নন্ ত কি ?

বিজয়। দেবতারা যখন আশা দেন তখন আশা সফল হবার পথও করে দেন। আপনি এইবার উমা দেবীর কাছে বিবাহের প্রস্তাব করে ফেলুন।

প্রমথ। তা হ'লে তাঁর উপর mean advantage নেয়া হবে।

বিজয়। বলেন ত আমি আপনার হয়ে বলি।

প্রমথ। ও একই কথা।

বিজয়। আপনি ওঁকে ভালবাসেন, অথচ ওঁকে পাবার জন্যে কোনও চেষ্টা করবেন না ?

প্রমথ। এখন চেষ্টা করা অসম্ভব।

বিজয়। শুন্‌লেন ত উনিও আপনাকে ভাল বাসেন।

প্রমথ। রোগীর প্রলাপ মাত্র।

বিজয়। যদি সত্যই হয় ?

প্রমথ। তা হ'লেও এখন কোনও চেষ্টা কত্তে পারেবো না।

বিজয়। কখন্ করবেন তবে ?

প্রমথ। ওঁর দাদা যদি কখন ফেরেন তাঁকে বল্‌বো।

বিজয়। তিনি ফিরলে আর আপনার কি লাভ হল ?

প্রমথ। তিনি না ফিরলে মনের সাধ এ জন্মে মনেই থাক্‌বে।

বিজয়। আপনার কথা বুঝতে পাল্লাম না।

প্রমথ। উমা দেবী যতদিন বিষয়ের মালিক থাকবেন, ততদিন আমার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হওয়া অসম্ভব।

(গোবর্দ্ধন ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ)

গোবর্দ্ধন। ওহে ডাক্তার! তোমার এক রুগীর অবস্থা বড় খারাপ। তার মা তোমার বাড়ী গিছ্‌ল! সেখানে তোমার দেখা না পেয়ে এখানে এসেচে ; বাইরে বসে কাঁদচে।

প্রমথ। সেই ঘেসেড়ার স্ত্রী বোধ হয়। বিজয় বাবু আপনি ত আছেন। আমি একবার তাকে দেখে আসি।

[প্রস্থান।

গোবর্দ্ধন। রাত পুইয়ে এল, তুমি শোওগে, আমি রাধার কাছে বস্‌চি।

বিজয়। না ঠাকুদ্দা! আমিই থাকি আপনি যান।

(উমার প্রবেশ।)

উমা। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আপনি সেই অবধি বসে আছেন, যান্ যান্ শুন্‌গে।

বিজয়। আপনি আর একটু ঘুমিয়ে নিন্ গে। ডাক্তার বাবু এক রোগীকে দেখ্তে গেছেন। তিনি এলে আমি যাব।

উমা। এত রাত্তিরে আবার গেলেন!

বিজয়। সেই ঘেসেড়ার ছেলের অসুখটা বেড়েচে।

গোবৰ্দ্ধন। ও ত দিনের মধ্যে একশো কেস ফ্রী দেখে, বড় জোর দু-তিন জায়গায় ফী পায়। ওর চলে কি করে জানিনে।

উমা। ঠাকুদ্দা! তুমি কোনও কালে রাত জাগ্তে পার না, যাও শোওগে। এঁকেও নিয়ে যাও।

বিজয়। আমার এখনও ঘুম পায় নি।

উমা। ওঁর যে রকম খাটুনি যাচ্চে উনি অসুখে পড়বেন; ঠাকুরদ্দা ওঁকে নিয়ে যাও, আপনা হতে উনি যাবেন না।

গোবৰ্দ্ধন। ঠিক্ বলেচিস্ তুই। ওঠ হে মাষ্টার। তোমার নামটা আমার মনে থাকে না।

[বিজয়কে ধরিয়া লইয়া প্রস্থান।

উমা। আমি ডাক্তার বাবুর কাছে মুখ যে কি করে দেখাব তা জানিনে। (রাধার দিকে দেখা)

(রাধার বিকারের ঘোরে বিছানায় উঠিয়া বসা ও কয়েকবার হাঁচা ও নাক দিয়া রক্ত পড়া; নাক মুছাইয়া দিয়া উমা কর্ত্তৃক রাধাকে শোয়াইয়া দেয়া ও মাথায় হাত বুলান)

রাধা। (জ্ঞান লাভ করিয়া) কে?

উমা। আমি।

রাধা। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি আমি ?

উমা। ডাক্তার বাবু ঠিক বলেছিলেন যে নাক থেকে খানিক রক্ত বেরিয়ে তোর জ্ঞান হবে।

রাধা। আমি কি অজ্ঞান হয়েছিলাম ?

উমা। তুই যে কীর্ত্তি করেচিস, আমার কারও কাছে মুখ দেখাবার যো রাখিস নি।

রাধা। ডাক্তার আর তোর সম্বন্ধে কিছু বলেছিলাম বুঝি ?

উমা। হুঁ। আমার মাথা ভাল করেই খেইচিস্।

রাধা। তোরা দুজনেই যে রকম মুখ চোরা, ঐ রকম একটা কিছু না হ'লে কায এগোয় না।

উমা। নিজের ও মুখে চুণ কালি খুব লেপেছিস্।

রাধা। বিজয় শুনেচে ?

উমা। না; কানে তুলো দিয়ে ছিলেন।

রাধা। ছি ছি ছি! আমার মরণ হ'ল না কেন ?

উমা। ঐ রকম একটা কিছু না হ'লে কায এগোয় না।

রাধা। থাম্ তোর আর রঙ্গ কত্তে হবে না, এখন আমি কি করি ?

উমা। শুয়ে শুয়ে বার্লীর জল খা। দিই একটু ?

রাধা। শুনে বোধ হয় ঘেন্না করে উঠে গেছে ?

উমা। তোর মতন অত ঘেন্না ত সকলের নয়।

রাধা। কি বল্লে বল্‌না।

উমা। তোর হাতখানা হাতে নিয়ে বল্লেন, উঃ বড় গরম।

রাধা। আহা যদি জেগে থাক্‌তাম !

উমা। মর, লজ্জা কচ্চে না ?

রাধা। মত্তে দিলি কই ?

উমা। এইবার দেব !

রাধা। রাত্তিরে কে কে ছিল আমার কাছে ?

উমা। বিজয় বাবুই বেশীর ভাগ ছিলেন।

রাধা। সারা রাত তা হ'লে ঐ কীর্ত্তি করেচি। তার কাছে বেরুব কি করে ?

উমা। তিনি এলে ঘোম্‌টা দিস।

রাধা। মেয়ে মানুষের ঘোম্‌টা দেওয়া একটা মস্ত সুবিধে। ঘোম্‌টা দেবার হ'লে আজ আমি দিয়ে বাঁচতাম।

উমা। কি সুবিধে ?

রাধা। মেয়ে মানুষের মুখ ত নয়, মোটা মোটা অক্ষরে লেখা প্ল্যাকার্ড, এক্ ক্রোশ তফাৎ থেকে পড়া যায়। ঐ প্ল্যাকার্ড ঢাকবার জন্যে কোনও বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকই ঘোম্‌টার সৃষ্টি করেচেন।

উমা। এ দেশের মুসলমান স্ত্রীলোকেরা বুর্কা পরে।

রাধা। ও ঘোম্‌টার চেয়েও ভাল। আমাদের হাত পায়েও যে প্ল্যাকার্ড থাকে। বুর্কা পল্লে সব ঢেকে যায়, একেবারে বেমালুম।

উমা। তোর জন্যে এখনই একটা তৈয়ের কর্ত্তে দেব না কি ?

রাধা। দূর দূর আমি পেৎনী সাজতে পারবো না।

উমা। আমার একটা হলে হয়, আমি ডাক্তার বাবুর সাম্নে বেরুতে পারবো না।

রাধা। কি বলেছিলাম আমি ?

উমা। তুই যে বাসর জাগ্‌ছিলি।

রাধা। ভারি মজা হয়েছে ত, ডাক্তার কি বল্লে ?

উমা। শুনেই চম্পট।

রাধা। ও আবার তোর চেয়েও এক কাটি বেশী। আসুক না মজা করি।

উমা। দেখ্, আমার কথা কিছু বল্‌বি ত ভাল হবে না।

রাধা। না হয় দু ঘা মারবি। ডাক্তারের ভাবটা কি রকম বুঝলি ?

উমা। তোর ঠিক উল্টো। তুই বিজয় বাবুকে গরীব দেখে পেছুচ্ছিলি। উনি আমাকে বড় মানুষ দেখে পেছুচ্চেন।

রাধা। ঐ রকমই হওয়া চাই। পুরুষ মানুষ ঘর জামাই হয়ে মাগের লাথি খাবে ?

উমা। আমি ত তোকে বলেছিলাম আমার টাকা আমার শত্রু।

রাধা। তোর দাদা ফিরে আসুন তোর টাকারও সদ্‌গতি হবে, তোরও সদ্‌গতি হবে।

উমা। তোকে কিন্তু ভাজ পাব না। অনেক দিন ধরে ঐ আশাটি বুকে করে ছিলাম।

রাধা। ভাই সে আর হ'ল না।

উমা। এখন যদি দাদা এসে তোকে বিয়ে কত্তে চান ?

রাধা। তা আর পারিনে।

উমা। এই ছুদিনে সব বদ্‌লে গেল।

রাধা। ছুদিনে বল্‌চিস কি। ছু সেকেণ্ডে সব বদ্‌লে গেছে।

উমা। কোন্ ছু সেকেণ্ড।

রাধা। সেই যেমন "তুমি" বলে আমার দিকে তাকালে, তখনই আমি গেলাম।

উমা। গেলি কি রকম?

রাধা। সমস্ত গাটা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌লো। ওর দিকে আর চাইতে পাল্লাম না। তোর কখন ওরকম হইছিল?

উমা। চুপ কর, পোড়ার মুখ। সত্যি তোর মুখখানা পুড়ে গেছে।

রাধা। দেখি, আয়না খানা দেত।

(উমা একখানি ছোট আয়না রাধার হাতে দিলেন)

রাধা। একি হয়েছে, মুখ যে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। দে ভাই আমার জন্যে একটা বুর্কা কত্তে। এ মুখ আমি কাউকে দেখাতে পারবো না।

(প্রমথর প্রবেশ)

প্রমথ। এই যে, আয়না হাতে। রোগী যেমন আয়না হাতে কল্লে অমনই বুঝতে হবে আর অসুখ নেই।

রাধা। ডাক্তারবাবু। আমি না কি বড় বকেছিলাম।

[উমার প্রস্থান।

প্রমথ। আপনি একটু ঘুমুবার চেষ্টা করুন।

রাধা। মুখুজ্জে কেমন আছে খবর পেয়েছেন ?

প্রমথ। আপনার অসুখ হওয়ায়, তাকে হাঁসপাতালে পাঠিয়েচি। সেরে উঠ্‌বে আর ভয় নেই।

রাধা। বাঁচ্‌লাম।

প্রমথ। কি ব্যাপার বলুন দিকি।

রাধা। মাষ্টার মশাইকে জিজ্ঞেস করবেন। (হাই তোলা)

প্রমথ। আপনার ঘুম আস্‌চে আমি যাই। (প্রস্থান।

(রাধার নিদ্রা)

(বিজয়ের প্রবেশ ও রাধার মাথার কাছে দাঁড়ান)

রাধা। (নিদ্রাভঙ্গে) কই উমা যে বল্লে, আমি প্রলাপে বিজয়কে ভালবাসার কথা বলে ফেলেছি, বিজয় তা শুনেচে, তবে সে আমার কাছে আসচে না কেন ?

(বিজয়ের সম্মুখে আগমন, রাধার দুই হস্তে চক্ষু ঢাকা)

বিজয়। (রাধার বিছানার নীচে জানু পাতিয়া বসিয়া) রাধা-রাণী আমার সেদিনকার অপরাধ ক্ষমা করুন।

রাধা। [মুখ খুলিয়া] করেন কি বিজয়বাবু ! উঠুন।

বিজয়। বলুন, আমাকে ক্ষমা কল্লেন।

রাধা। ছি, উঠুন, আমাকে অপরাধী করবেন না। আপনি বড় আমি ছোট !

বিজয়। [উঠিয়া] কিসে ?

রাধা। সব বিষয়ে। আপনি বলুন, আমার এতদিনের দুর্ব্যবহারগুল ক্ষমা কল্লেন।

বিজয়। রাধা! যে দেখ্‌বা মাত্র তোমাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেচে, সে কি তোমার কোনও ব্যবহারকে দুর্ব্যবহার মনে কত্তে পারে!

রাধা। তুমি মনে করেছিলে আমি অর্থলোভী, দাম্ভিক। আমি সত্যিই তাই ছিলাম। কিন্তু তুমি একটু একটু করে আমার দর্প চূর্ণ করেছ, আমাকে সৎপথ দেখিয়ে দিয়েছ।

বিজয়। আমার মতন গরীবকে তুমি বিয়ে কত্তে পার?

রাধা। আর আমাকে লজ্জা দিয়ো না।

বিজয়। আমাকে বিয়ে কল্লে, সত্যি তোমাকে কুটীরে বাস কত্তে হবে।

রাধা। তোমার সঙ্গে যদি কুটীর বাস কত্তে পাই, সেই আমার স্বর্গ।

(নেপথ্যে—আমি একবার ঘরের ভিতর আস্‌তে পারি কি ?)

বিজয়। কে সিদ্ধেশ্বর বাবু ? আসুন।

সিদ্ধে। (প্রবেশ করিয়া রাধাকে) আপনি এ ঘরে ! আমাকে ক্ষমা করবেন। বিজয়বাবু আপনিও আমাকে ক্ষমা করবেন, কি করবো বলুন, আমি সরকারের চাকর।

বিজয়। ব্যাপার কি ?

সিদ্ধে। আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে।

বিজয়। কিসের ?

সিদ্ধে। আপনি কোয়েটার বিজয় চন্দ্র মজুমদার। কমিসে-

রিয়েটের এজেণ্ট, সরকারের লক্ষ টাকা ভেঙ্গে ফেরার হয়েচেন, এই আপনার নামে চার্জ্জ।

বিজয়। আপনার নিজের বিশ্বাস হয়, এ চার্জ সত্যি ?

সিদ্ধে। আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে কি এসে যায়, আমি ত আপনার বিচার করবো না।

বিজয়। তবু, আপনি একজন বিখ্যাত C. I. D. officer, বলুন না আপনার নিজের কি বিশ্বাস।

সিদ্ধে। ক্ষমা করবেন তা হ'লে আমি বল্‌ছি, আপনি ৬।৭ দিন পূর্ব্বে যে কোথা ছিলেন তার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নি। আপনি এক শত টাকা মাইনে পান, অথচ আপনার ঘর সাজান রাজার মত ; আপনার উপর সন্দেহ কিছু অন্যায় নয়। আপনিই ঐ কথা গুলর উত্তর দেন না।

বিজয়। আপনি যখন বিচার করবেন না, কি হবে আপনার কথার উত্তর দিয়ে ?

সিদ্ধে। আচ্ছা সুধু আপনার বাড়ী কোথা, এই কথাটির জবাব দেন।

বিজয়। আমি আপনার কোনও কথারই জবাব দেব না।

সিদ্ধে। আমি আপনাকে গ্রেফ্‌তার কর্‌লাম।

বিজয়। হাত কড়ি দেন।

সিদ্ধে। দরকার নেই ; আসুন আমার সঙ্গে।

বিজয়। আমাকে যদি পাঁচ মিনিট সময় দেন, এঁর কাছ থেকে বিদায় নিই।

সিদ্ধে। আমি আপনাকে পনের মিনিট সময় দিচ্চি, কিন্তু দয়া করে পালাবার চেষ্টা করবেন না। চারিদিকে কন্‌ষ্টেবল পাহারা আছে ; সে চেষ্টা অনর্থক হবে।

বিজয়। আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন, আমি পালাবার চেষ্টা করবো না।

(সিদ্ধেশ্বরের প্রস্থান)

বিজয়। এই দেখ রাধা! ভাগ্য চক্রের কেমন পরিবর্ত্তন, কোথা রাম রাজা হবে, কোথা রামের বনবাস।

রাধা। ও কিছু নয়। তুমি ইচ্ছে কল্লেই প্রমাণ করে দিতে পার তুমি কোয়েটার বিজয় মজুমদার নও।

বিজয়। তোমার ওরকম বিশ্বাসের কারণ?

রাধা। তোমার মুখ দেখেই বিশ্বাস হয়।

বিজয়। কি বিশ্বাস হয়?

রাধা। তুমি চোর নও।

বিজয়। পাকা চোরেরা মুখের ভাব আশ্চর্য্য রকম বদ্‌লাতে পারে।

রাধা। তুমি যে চোর নও, আমি এক গলা গঙ্গা জলে দাঁড়িয়ে দিব্যি কত্তে পারি।

বিজয়। আমি নির্দ্দোষ হ'লেও পুলিস আমাকে দোষী সাব্যস্ত করে দেবে।

রাধা। আমি বল্‌চি পুলিস পারবে না।

বিজয়। যদি পারেই? যদি সত্যি আমার দ্বীপান্তর হয়?

রাধা। তা হ'লেও তুমিই আমার স্বামী।

বিজয়। আমি ধন্য যে তোমার মতন নারীরত্নের প্রণয় ভাজন হইচি। এ জন্মে যদি তোমাকে না পাই, আগামী জন্মে যেন পাই। এইবার আমাকে বিদায় দেও।

রাধা। এখনও পনের মিনিট হয় নি। আমার কাছে এসে বসো। (বিজয়ের তথাকরণ)

রাধা। একবার এস, এই স্মৃতিটুকু নিয়ে যেন জীবনটা কেটে যায়। (বাহু প্রসারণ)

(উমা, প্রমথ, গোবর্দ্ধন, ও সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ)

গোবর্দ্ধন। হাঃ হাঃ হাঃ। বিজয় চন্দ্র মজুমদার কোয়েটার কমিসেরিয়ট এজেণ্ট, সেখান থেকে লক্ষ টাকা ভেঙ্গে এসে এখানকার স্কুলের হেড মাষ্টার হয়েছিলেন। কি মজা কি মজা!

প্রমথ। ঠাকুদ্দা ক্ষেপ্‌লেন নাকি ?

গোব। উমা তুই ভয় পাস নি ত ?

উমা। না ঠাকুদ্দা! উনি সে লোক কক্ষণও নন্।

গোব। রাধা! তুই ভয় পাস্ নি ত ?

রাধা। আমি জানি উনি নির্দ্দোষ, কিন্তু ভয় পাই নি যে তা বল্‌তে পারি নে।

গোব। হাঃ হাঃ নির্দ্দোষই বটে। ডাক্তার তুমি দেখ্‌চি বেজায় ভয় পেয়েছ।

প্রমথ। ভয় পেয়েছি নিশ্চয়। কিন্তু আপনি অত হাস্‌চেন কেন ?

গোব। সিধুর বুদ্ধি দেখে। একবার আমার একটা কথা শুন্‌বে সিধু? (সিদ্ধেশ্বরের সহিত প্রস্থান)

প্রমথ।। ঠাকুদ্দার মৎলব কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি নে।

রাধা। ওঁর মাথা খারাপ হয়েছে, উনি ওঁকে বড় ভালবাস্‌তেন।

গোবর্দ্ধন ও সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ।

গোব। এত দিন একত্রে তাস খেলা গেল, আমাকে ঠাকুদ্দা বলে ডাক্‌লে, আজ আর আমি কেউ নই। তোমরা এমনই লোকই বটে।

সিদ্ধে। ওঁর কথা যাঁদের কাছে শুনিচি তাঁরা খুব বড় লোক। উকীল, ব্যরিষ্টার।

রাধা। আমি বল্‌বো তারা কে। মুখর্জ্জী আর গ্যাণ্ডা মল।

সিদ্ধে। আপনি কি করে জান্‌লেন?

রাধা। তাঁদের তুজনের অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন দেখেছেন কি?

সিদ্ধে। গাড়ি চাপা পড়ে মুখর্জ্জি সাহেব মত্তে মত্তে বেঁচে গেছেন।

রাধা। গাড়ি চাপা পড়াটা মিথ্যা; ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করুন।

প্রমথ। কোথাও বদ্‌মাইশি কত্তে গিয়ে মার খেয়েছিলেন।

সিদ্ধে। বিজয়বাবু আপনি কি ওদের মেরেছিলেন?

(নেপথ্যে—কোথায় এরা সব?)

(রাজীব লোচনের প্রবেশ)

রাজীব। রাধা এত রোগা হয়ে গেছ কেন? পুলিশ যে!

গোব। রাজীব, এ লোক্‌টিকে চিন্‌তে পার?

রাজীব। দেখিছি দেখিছি বোধ হচ্চে।

গোবর্দ্ধন। আমি কিন্তু একবার দেখেই—

রাজীব। ওঃ হরেন—বাবা এতদিন পরে মনে পড়েছে আমাদের—(বিজয়কে আলিঙ্গন করিয়া রোদন)

বিজয়। (রাজীবের পদধূলি লইয়া) কাকা, আমি নানা কারণে আস্‌তে পারিনি, আমাকে ক্ষমা করবেন।

রাধা। বটে! এত জুয়োচুরী। ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু নিয়ে যান ওকে, আপনার কথাই ঠিক। আর সঙ্গে সঙ্গে এই বুড়ো-টিকেও নিয়ে যান, ইনি হচ্চেন ওঁর abettor.

উমা। দাদা দাদা! (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম)

সিদ্ধে। হরেন বাবু! উমাদেবীর দাদা! যিনি নিরুদ্দেশ ছিলেন? আমাকে ক্ষমা করবেন হরেন বাবু। অনুমতি করেন ত যাই।

বিজয়। কাল সন্ধ্যার সময় দয়া করে এখানে আহার করবেন।

সিদ্ধে। প্রসাদ পেয়ে যাব। প্রণাম।

[প্রস্থান।

বিজয়। ঠাকুদ্দা (প্রমথকে দেখাইয়া) এই বাবুটিকে চেন?

গোব। বেশ লোক ত তুই, ওকে আমি চিনিনে তুই চিনিস ?

বিজয়। কে বল দিকি।

গোব। প্রমথ চাটুজ্যে ডাক্তার।

বিজয়। তোমার কে হয় ?

গোব। আমার নাতী।

বিজয়। গাল দিচ্চ ওঁকে ?

গোব। জিজ্ঞেস কর ওকে, আমি ওর ঠাকুদ্দা কিনা।

বিজয়। তুমি ওর ঠাকুদ্দা বটে, কিন্তু উনি তোমার নাতী নন্।

গোব। নাতী নয় ত কে ?

রাধা। নাত জামাই।

গোব। আর তুই শালী কে ?

বিজয়। তোমার নাৎ বৌ।

যবনিকা

সমাপ্ত।